RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ৯, কোচবিহার, শুক্রবার, ২ মে - ১৫ মে, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 29, Issue: 9, Cooch Behar, Friday, 2 May - 15 May, 2025, Pages: 8, Rs. 3

চাকরি ফেরানোর দাবিতে মিছিল চাকরি হারানো শিক্ষকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সম্মান সহ চাকরি ফেরানোর দাবিতে কোচবিহার শহরে মিছিল করল আদালতের রায়ে চাকরি হারানো শিক্ষকরা। ১৮ এপ্রিল কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে জমায়েত হয় ওই শিক্ষকরা। সেখান থেকে মিছিল বের করে শহরের একাধিক রাস্তা পরিক্রমা করে মিছিল। চাকরি হারানো শিক্ষকরা বলেন, “এক দশক আগে যে মানসিকতায় পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল আবার তা করে দেখানো কঠিন।” আপাতত স্কুলে শিক্ষকতার ছাড় থাকায় দিনে ছয় ঘণ্টা ক্লাস নেওয়ার পর পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ফলে পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগের দাবিতে সরব হয়েছেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক জানান, “সুপ্রিম কোর্টের রিভিউয়ের পর যেটুকু আছে, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। রাজ্য সরকার তো রিভিউ প্রিটিশন জমা করেছে, আমাদের দলের তরফেও করা হয়েছে। তাতে রেজাল্ট আসতে শুরু করেছে।”

দিনহাটায় আর্টিস্ট ফোরামের নতুন কমিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটায় আর্টিস্ট ফোরামের কমিটি গঠিত হল, উপস্থিত মন্ত্রী উদয়ন গুহ। দিনহাটা কমল গুহ ভবনে আয়োজিত হল আর্টিস্ট ফোরামের এক বিশেষ সভায় এই কমিটি গঠিত হয়। যেখানে রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ন্ত্রী উদয়ন গুহ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী সহ স্থানীয় সাংস্কৃতিক জগতের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। দিনহাটা মহকুমার বিভিন্ন এলাকার সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে আজ গঠিত হয় এই আর্টিস্ট ফোরাম। ফোরামের উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালানো। আজকের এই বিশেষ সভায় আর্টিস্ট ফোরামের কমিটি গঠন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। দিনহাটা আর্টিস্ট ফোরামের নতুন কমিটিতে মুখ্য উপদেষ্টা মন্ত্রী উদয়ন গুহ, সভাপতি সাবির সাহা চৌধুরী, সহসভাপতি বিভাস সরকার ও পরিমল রায়, সম্পাদক মানিক সাহাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

মাধ্যমিকের ফলে মেধা তালিকায় জায়গা করে নিল কোচবিহার

বাবা ও মায়ের সাথে মাধ্যমিকে রাজ্যে অষ্টম স্থান অধিকারী অনির্বাণ দেবনাথ ।

মাধ্যমিকে রাজ্যে নবম তুফানগঞ্জের দেবাঙ্কন দাস।

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মাধ্যমিকের ফলে এবারে মেধা তালিকায় জায়গা করে নিল কোচবিহার। ২ মে, শুক্রবার মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হয়। সেখানে দেখা যায়, তুফানগঞ্জের নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল (এনএনএম) হাইস্কুলের দুই ছাত্র মেধা তালিকার অষ্টম ও নবম স্থান অধিকার করেছে। মেধা তালিকায় অষ্টম স্থান অধিকার করেছে অনির্বাণ দেবনাথ। নবম স্থানে রয়েছে দেবাঙ্কন দাস। অনির্বাণ বাংলায় ৯৬, ইংরেজিতে ৯৯, অঙ্কে ৯৭, ইতিহাসে ৯৮, ভূগোলে ৯৯, ভৌতবিজ্ঞানে ১০০, জীবনবিজ্ঞান ৯৯ পেয়েছে। দেবাঙ্কন বাংলায় ৯৪, ইংরেজিতে ৯৮, ইতিহাসে ৯৮, ভূগোলে ৯৯, অঙ্কে ১০০, ভৌতবিজ্ঞানে ৯৯, জীবনবিজ্ঞানে ৯৯, পেয়েছে। তুফানগঞ্জ এনএনএম হাইস্কুলে ১৯৪ জনের মধ্যে ১৮৪ জন পাশ করেছে। স্কুলের ফলে খুশি প্রধান শিক্ষক রামকৃষ্ণ প্রামাণিক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারের জেলাশাসকের মাধ্যমে ওই দুই ছাত্রকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ভারতীয় কৃষককে অপহরণ করে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা, সীমান্তে উত্তেজনা চরমে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আচমকা এক কৃষককে খেত থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ১৬ এপ্রিল, বুধবার কোচবিহারের বাংলাদেশ সীমান্ত শীতলকুচিতে ওই ঘটনা। তা নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। বিএসএফ দফায় দফায় বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করলেও ওই কৃষককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। একটি ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যায়, উকিল বর্মন নামে শীতলকুচির ওই কৃষককে বাংলাদেশের বাসিন্দারা বিজিবি’র হাতে তুলে দেয়। পরে বিজিবি তাঁকে বাংলাদেশ পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ওই কৃষককে বাংলাদেশের আদালত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। ওই ঘটনাকে ঘিরে ক্ষোভে ফুসছেন কোচবিহারের মানুষ।

১৮ এপ্রিল সোমবার শীতলকুচি পণ্ডিতপাড়া গ্রাম দিয়ে যাচ্ছিল একটি বিএসএফের গাড়ি। সেই গাড়ি দেখতে পেলে এলাকাবাসী তা আটকে বিক্ষোভ দেখায়। দ্রুত ওই কৃষককে বাংলাদেশ থেকে ফেরাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানানো হয়। বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভের পর বিএসএফের গাড়ি সেখান থেকে ফিরে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে শুক্রবার ওই গ্রামে যান কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। তিনিও সেখানে আটকে পড়েন। অবশেষে বিএসএফ এবং সাংসদের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেয় এলাকার বাসিন্দারা। পরে সাংসদ স্থানীয় বিএসএফ ক্যাম্পে গিয়ে বিএসএফের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। উকিল বর্মনের পরিবারের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া বলেন, “উকিল বর্মন বাংলাদেশ পুলিশের হাতে রয়েছে। এখানে এক বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। তার দেহ গতকাল বাংলাদেশের হাতে তুলে দিয়েছি আমরা। আমরা আমাদের লোক উকিল বর্মনকে ফিরিয়ে আনার জন্য ওপারে বিজিবির সঙ্গে আমাদের বিএসএফের ফ্ল্যাগ মিটিং হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি আমরা উকিল বর্মনকে ফিরিয়ে আনা যায় সব ধরনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।” ওইদিন উকিল বর্মনের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ পার্থ প্রতিম রায়। পার্থ প্রতিম জানান, বিএসএফের উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকের সঙ্গে কথা হচ্ছে। অতি দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে করছেন তিনি।

১৬ এপ্রিল, বুধবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের শীতলকুচি সীমান্তে বিএসএফের রবার বুলেটে মৃত্যু হয় এক বাংলাদেশের পাচারকারীর। ওই ঘটনায় সীমান্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরই ঘটনাস্থল থেকে কিছু দূরে পশ্চিম শীতলকুচিতে কাঁটাতারের ওপারে জমিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন ভারতীয় কৃষক উকিল বর্মন ও তাঁর স্ত্রী। সেই সময় বেশ কয়েকজন বাংলাদেশের দুষ্কৃতী উকিলকে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ।বিএসএফ বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে দফায় দফায় ফ্ল্যাগ মিটিং করে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, “বিএসএফের রবার বুলেটে একজনের মৃত্যুর ঘটনার পরে ক্ষেপে যায় বাংলাদেশিরা। এরপরে ভারতীয় কৃষককে বাংলাদেশিরা তুলে নিয়ে যায়। তখন বিএসএফ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। অবিলম্বে ভারতীয়কে বাড়িতে ফেরানোয় পদক্ষেপ নিতে হবে বিএসএফকে।”

দিনহাটা পৌরসভার সাফাইকর্মী ও অস্থায়ী কর্মীদের কর্মবিরতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: বেতন বৃদ্ধির দাবিতে দিনহাটা পৌরসভার সাফাইকর্মী ও অস্থায়ী কর্মীরা বুধবার কর্মবিরতির পাশাপাশি অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করে। সকাল আটটা থেকেই সাফাইকর্মীরা এদিন কর্ম বিরতির ডাক দেয় তারা। এরপর আন্দোলনকারীদের একটি প্রতিনিধিদল গিয়ে মন্ত্রী উদয়ন গুহর সাথে কথাও বলে, কিন্তু তাতেও সুরাহা না হলে তারা ফের অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়। সাফাইকর্মী ঝুনু হরিজনের কথায় তারা দৈনিক ৩১ টাকা বাড়ানোর দাবি জানিয়ে এসেছে, কিন্তু পৌরসভা ২৫ টাকা বাড়াতে রাজি হয়েছে। যদিও তা টিফিন বাবদ হাতে হাতে দিতে চেয়েছে কিন্তু আমরা বলেছি তা মাসিক বেতনের সাথে অ্যাকাউন্টে দিতে হবে যদিও পৌরসভা তাদের দাবি মানতে নারাজ তাই তাদের আন্দোলন চলবেই। এদিন সাফাইকর্মীর সাথে সাথে পৌরসভার অস্থায়ী কর্মীরাও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কর্মবিরতিতে সামিল হয়। এদিকে সকাল সাফাইকর্মীদের কর্মবিরতির জেরে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বর্জ্য সংগ্রহ বন্ধ থাকে। শহরের বাসিন্দা নারায়ণ রায়ের কথায় সাফাইকর্মীদের আন্দোলনের জেরে আজকে গাড়ি আসেনি বাড়িতে। এরফলে বর্জ্য বাড়িতেই রাখতে হচ্ছে, তবে পৌর প্রশাসনের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। পৌরসভার চেয়ারম্যান অপর্ণা দে নন্দীর কথায় তারাও পুরসভারই অঙ্গ, আমরা গুরুত্ব দিয়ে তাদের বিষয়টি দেখছি।

সীমান্তে কড়া নজর বিএসএফের, অনুপ্রবেশের অভিযোগে ধৃত বাংলাদেশি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শীতলকুচিতে এক কৃষককে অপহরণের অভিযোগ ওঠে বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে। তারপর থেকেই সীমান্তে কয়েক গুণ নজরদারি বাড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। এই অবস্থার মধ্যেই দু'জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করা হয়। একজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। অপরজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। দুটি ঘটনাই কোচবিহারের দিনহাটার নাজিরহাট সীমান্তে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা পেরিয়ে এক যুবক দিনহাটার নাজিরহাট শালমারা বাজারে ঢুকে পড়েছিল। স্থানীয়দের সন্দেহ হওয়ায় তারাই পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ সেখানে গিয়ে তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পুলিশ ওই যুবকের কথায় অসঙ্গতি পেলে ওই বাংলাদেশি যুবককে গ্রেফতার করে। ওই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কী কারণে সে কোচবিহারের দিনহাটা শালমারাতে ঢুকেছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃত ওই বাংলাদেশি যুবকের নাম সাহিন আলি, তার বাড়ি বাংলাদেশের পাগলাবাড়ি গ্রামে। পুলিশের জেরায় সে জানায়, ভুল করে সীমান্ত এলাকা পেরিয়ে কোচবিহারে ঢুকে পড়েছে। তার কাছ থেকে কোনও বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। দিঘলটারি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার নেই। যদিও রাতে কেন সে সীমান্ত এলাকায় ঘুরছিল? সেই প্রশ্ন উঠেছে। ওইদিন রাতেই নাজিরহাটেরই সীমান্ত এলাকা থেকে এক যুবককে আটক করে বিএসএফ। তাকেও পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দিন কয়েক আগে কোচবিহারের শীতলকুচির গাছতলা এলাকায় জমিতে চাষ করার সময় উকিল বর্মন নামে এক ভারতীয় কৃষককে অপহরণ করেছিল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। এখন ওই ব্যক্তি বাংলাদেশে বন্দি রয়েছেন। বিএসএফ-বিজিবি ফ্ল্যাগ বৈঠকের পরেও তাঁকে ছাড়েনি বাংলাদেশ। এই অবস্থায় নতুন করে কোচবিহারে অনুপ্রবেশের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ভোটার তালিকা সংশোধনে জোর তৃণমূলে, শুরু হল প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে কর্মীদের দক্ষ করে তুলতে প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করেছে রাজ্যের শাসক। ১৭ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার কোচবিহারের শীতলকুচিতে ওই প্রশিক্ষণ শিবির করা হয়। যেখানে দলের কোচবিহার জেলার সর্বস্তরের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ইতিমধ্যেই কোচবিহারে বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ শিবির করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ওই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার ভোটার তালিকাকে হাতিয়ার করে এনআরসি, সিএএ, এনপিআর এর মধ্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছেন। সে কারণেই বাংলার কোন মানুষকে যাতে তারা এনআরসি, সিএএ, এনপিআরের আওতায় মানুষকে হেনস্থা করতে না পারে তার জন্যই এই ভোটার তালিকাকে সঠিক ও নির্ভুলভাবে তৈরির পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আজ আমাদের শীতলকুচি বিধানসভা ভিত্তিক বুথ লেবেলের ভোটার তালিকা সংশোধনের যারা কাজ করে তাদের নিয়ে আমাদের আলোচনা সভা ও প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছে। এখানে বিএলও-২ ও পঞ্চায়েত সদস্য, বুথ সভাপতি ও অঞ্চল নেতৃত্বদের নিয়ে ওই প্রশিক্ষণ শিবির করা হয়। আজ শীতলকুচির প্রায় ৯৮ শতাংশ বিএলও-রা উপস্থিত থেকেছেন।"

ওই বুথ লেবেল কর্মীদের প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ছাড়াও দলের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ, কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, প্রাক্তন বিধায়ক হিতেন বর্মণ, শীতলকুচি বিধানসভা কেন্দ্রের দুটি ব্লক মাথাভাঙা-১ ও শীতলকুচি ব্লক সভাপতি তপন কুমার গুহ ও মহেন্দ্র বর্মন উপস্থিত ছিলেন।

শীতলকুচিতে গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বাড়ির ভেতরে গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে রাখা গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। ২৬ এপ্রিল বৈঠক করেন মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই। তিনি জানান, শীতলকুচিতে এক বাড়ি থেকে ওই গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানতে পারে শীতলকুচি থানার পূর্ব ভোগডাবরি এলাকায় সম্রাট মন্ডল নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে গাঁজা মজুদ রয়েছে। আর সেই তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালালে দেখা যায় বাড়ির উঠোনে একটি গর্ত করে গাঁজা মজুদ করে রেখেছিল যার পরিমাণ ৩৩ কেজি। একটি ড্রামে ভরে গাঁজা মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা হয়। পরে এক্জিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সেই গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং সম্রাট মন্ডলকে গ্রেফতার করা হয় এমনকি তার বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলাও রুজু করা হয়। পাচারের উদ্দেশ্যেই এই গাঁজা মজুদ করে রেখেছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে পাশাপাশি এত পরিমাণ গাঁজা কোথায় পেলো এবং কোথায় পাঠানো হতো এমনকি এর সাথে আর কে কে জড়িত রয়েছে তা ধৃতকে আদালতে তুলে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলেও তিনি জানান।

নিকাশির নালা পরিষ্কার নিয়েও দ্বন্দ্ব তৃণমূলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নিকাশি নালা পরিষ্কার নিয়েও প্রকাশ্যে এল তৃণমূলের দ্বন্দ্ব। ২০ এপ্রিল, রবিবার সকালে কোচবিহার শহর সংলগ্ন এলাকায় বড় নিকাশিগুলি পরিষ্কারের কাজের উদ্বোধন হয়। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ যেটাকে বলেছেন, 'কাজের শুভারম্ভ'। তা নিয়ে তৃণমূলের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ভূষণ সিংহ কটাক্ষ করেন, নিকাশির কাজের আবার উদ্বোধন হয় না কি! তিনি বলেন, "আমি দীর্ঘদিনের কাউন্সিলার। চেয়ারম্যানও ছিলাম। আমি কোন দিনই শুনিনি যে ড্রেনের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজের শুভারম্ভ হয়! এটা শুনেই অবাক হলাম। আমার মনে হয় চেয়ারম্যানের 'মতিভ্রম' হয়েছে।" কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অবশ্য ওই বক্তব্যের কোনও উত্তর দিতে চাননি।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল ১০ টা থেকে মিনিবাস স্ট্যান্ড ও নিউ সিনেমা হলের সামনে হাইড্রেনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজের শুভারম্ভ করার কথা জানানো হয়। সেখানে সকল কাউন্সিলার ও পুরসভার আধিকারিকদের উপস্থিত থাকার কথাও জানানো হয়। পুরসভার তরফে জানানো হয়, কোচবিহার পুরসভার বেশ কয়েকটি নিকাশির কাজের জন্য আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। তার মধ্যে কোচবিহার মিনিবাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু করে ভূষণ সিংয়ের বাড়ি পর্যন্ত সাড়ে ১২০০ মিটার নিকাশি রয়েছে। এটার প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অপরটি হল নিউ সিনেমা হল থেকে বিবেকানন্দ রোড হয়ে তোর্সা নদী পর্যন্ত। প্রায় সাড়ে ১৭০০ মিটার ড্রেন পরিষ্কারের জন্য ৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

চার্লস ডারউইনের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা পুলিশ সুপারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: চার্লস ডারউইনের ১৪৪ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করল কোচবিহার জেলা পুলিশ। ১৯ এপ্রিল, শনিবার কোচবিহার পুলিশ সুপার দফতরের সমনে চার্লস ডারউইনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার চন্দন দাস, কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল। কিছুদিন আগে কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের উদ্যোগেই ওই মূর্তি স্থাপন করা হয়।

চার্লস ডারউইন ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের মাউন্ট হাউজে জন্মগ্রহণ করে। তিনিই প্রথম বিবর্তনবাদের ধারণা দেন। তিনিই সর্বপ্রথম অনুধাবন করেন যে সকল প্রকার প্রজাতিই কিছু সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং তার এ পর্যবেক্ষণটি সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। বিবর্তনের এই নানান শাখা-প্রশাখায় ভাগ হবার বিন্যাসকে তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচন হিসাবে অভিহিত করেন। তার জীবদ্দশাতেই বিবর্তনবাদ একটি তত্ত্ব হিসাবে বিজ্ঞানী সমাজ ও অধিকাংশ সাধারণ মানুষের কাছে স্বীকৃতি লাভ করে। আধুনিক যুগের অন্যতম বিশিষ্ট ইংরেজ চিন্তাবিদ চার্লস ডারউইন মারা গিয়েছিলেন ১৮৮২ সালের ১৯ এপ্রিল। তার বিবর্তনবাদ পৃথিবীতে জীবন ও জীবজগৎ সম্পর্কে মানুষের ধ্যানধারণা আমূল পাল্টে দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীতে সব প্রাণেরই সৃষ্টি লক্ষ কোটি বছর আগে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো প্রাণের থেকে। তার মৃত্যুর সময় বিবর্তনীয় চিত্রাবলী বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং রাজনীতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৮২ সালের ২৬ শে এপ্রিল মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে যুগান্তকারী তত্ত্বের জন্মদাতা প্রকৃতিবিজ্ঞানী ডারউইনের মৃত্যুর পর লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার গির্জায় ব্রিটেনের মানুষ তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাহিত করেছিল। সেই খ্যাতিমান জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন আজ ১৪৪ তম মৃত্যুবার্ষিকী শ্রদ্ধা সাথে পালিত হল কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপারের উদ্যোগে। কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে যুগান্তকারী তত্ত্বের জন্মদাতা প্রকৃতিবিজ্ঞানী তথা বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন। তাঁর ১৪৪ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। বহু বছর আগে উনি বিবর্তনবাদের তত্ত্ব দিয়েছিলেন পৃথিবীতে। প্রাণের (মানুষ) সৃষ্টি হয়েছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো প্রাণের মাধ্যমে।"

রক্ত সঙ্কট মেটাতে এগিয়ে এল কোচবিহার জেলা পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ক্রমশ বেড়ে চলা রক্তের সঙ্কট কমাতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল কোচবিহার জেলা পুলিশ। ১৯ এপ্রিল, শনিবার কোচবিহার সদর ট্রাফিক থানায় ওই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা, ডিএসপি চন্দন দাস, কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এখন প্রত্যেকটি ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত সঙ্কট চলছে। চাহিদা মতো রক্তের যোগান দিতে হিমসিম অবস্থা তৈরি হয়েছে। এই সমস্যার হাত থেকে রেহাই পেতে বেশি মরে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করার আবেদন জানায় স্বাস্থ্য দফতর। সে মতোই এই রক্ত সংকট কমাতে কোচবিহার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে কোচবিহার সদর ট্রাফিক থানায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন ওই রক্তদান শিবিরে পুলিশ কর্মীরা, সিভিক ভলেন্টিয়ার রক্তদান করেন। শুধু তাই নয়, কোচবিহার জেলা পুলিশের কর্তারাও রক্তদান করেন। কোচবিহার পুলিশ সুপার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "কোচবিহার জেলা পুলিশের উদ্যোগে উৎসর্গ নামক রক্তদান শিবির করা হয়। প্রতি মাসে আমরা এই ধরনের রক্তদান শিবির করে থাকি। গত বছর আমরা ১১০০ ইউনিট রক্ত বিভিন্ন ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোকে দিয়েছে। এবছর আমাদের লক্ষ্য রয়েছে গতবারের চেয়েও বেশি করা। সেই কারণে আমরা প্রতিমাসে এক বা দুটি ক্যাম্প করে থাকি। তাই আমরা সবাইকে বলব আপনারা প্রতি তিন মাস অন্তর রক্তদান করুন। আমিও আজ রক্তদান করলাম। এই নিয়ে আমার প্রায় ৫০ বার রক্তদান করা হল। রক্তদান জীবনদান। একজন মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাতে রক্তদান করা খুবই প্রয়োজন।"

লক্ষ্য ছাব্বিশের বিধানসভা, হাতিয়ার জগন্নাথ মন্দির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: হিন্দু ভোট নিজেদের দিকে টানতে এবারে ময়দানে নেমে পড়ল রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগেই ওই বিশাল মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আর তা নিয়ে জেলায় জেলায় প্রচারে নেমেছে রাজ্যের শাসক দল। সভা করে পুরোহিতদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। শুধু জেলা নয়, অঞ্চলে অঞ্চলে ওই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ২৮ এপ্রিল, সোমবার কোচবিহার জেলায় পুরোহিতদের নিয়ে বড় সমাবেশ করে রাজ্যের শাসক দল। ঢাক-ঢোল নিয়ে কীর্তন সহকারে একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে। তাতে উপস্থিত কোচবিহার জেলা তৃণমূলের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, দলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ। বিজেপি অবশ্য তৃণমূলের কর্মসূচিকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে নারাজ।

রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দুইপক্ষেরই পাখির চোখ ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন। সেই লক্ষ্যে হিন্দু ভোট এক জায়গায় করতে দীর্ঘদিন ধরেই ময়দানে নেমেছে বিজেপি। রাম মন্দির উদ্বোধনের সময় গ্রামে গ্রামে প্রচার করে তৃণমূল। সেই সময়ের বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছোট ছোট রাম মন্দির নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। এরপরেও নানা কর্মসূচি নিয়ে হিন্দু ভোট এক জায়গায় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। সেই জায়গায় ধাক্কা দিতে তৃণমূলের হাতিয়ার জগন্নাথ মন্দির। আগামী ২৯ এপ্রিল যজ্ঞ হবে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে। ৩০ এপ্রিল জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই দু'দিনের কর্মসূচির খবর আগে থেকে সাধারণ মানুষের কাছে কীভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়, তার জন্য জেলায় জেলায় ব্লকে ব্লকে। জায়ান্ট স্ক্রিন বসিয়ে দেওয়া হবে। 'পাবলিক ডিজিটাল ডিসপ্লে' বা এলসিডি স্ক্রিনের বা স্থানীয় কেবল চ্যানেলের মাধ্যমেও চলবে প্রচার।

কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক জানান, 'আগামী ৩০ এপ্রিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পুরী জগন্নাথ ধাম মন্দিরের অনুকরণে দিঘার সুমদ্রতীরে প্রভু জগন্নাথ মন্দিরের স্থাপন ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে আমরা জেলা, ব্লক, অঞ্চল স্তরে মাইক যোগে প্রচার করা হবে। আগামী ৩০ এপ্রিল অঞ্চল স্তরে, বাজারে, হাটে, প্রজেক্টারের মাধ্যমে প্রভু জগন্নাথ মন্দিরের স্থাপন ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা দেখানো হবে। আমরা কোচবিহারের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় জেলার সাংসদ, মন্ত্রী, বিধায়ক, জেলা স্তরের নেতাদের নিয়ে আমরা জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন সরাসরি সম্প্রচার প্রত্যক্ষ করব, দর্শন করব এবং অন্যান্যদের দেখার সুযোগ করার ব্যবস্থা আমরা করব। সেই উপলক্ষে আমাদের সংস্কৃতিতে আছে পুরোহিতদের ভোজন এবং সেখানে পুরোহিত নিয়ে পুরোহিত সম্মেলন করব তারপরেই ভোজন করা।"

বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "এসব করে আর লাভ নেই। মানুষ আর তৃণমূলকে চায় না। ছাব্বিশের নির্বাচনের অপেক্ষায় আছে সাধারণ মানুষ।"

পুলিশের ওয়েলফেয়ার কমিটির জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির প্রথম জেলা সম্মেলন হল কোচবিহারে। ২৫ এপ্রিল, শুক্রবার জেলার রবীন্দ্রভবনে কোচবিহার জেলা পুলিশ ও নারায়ণী ব্যাটেলিয়ানের ওয়েলফেয়ার কমিটির পরিচালনায় প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার চন্দন দাস সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক। ছিলেন নারায়ণী ব্যাটেলিয়ানের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরাও। প্রদীপ জ্বালিয়ে ও উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অতিথিবৃন্দরা।

এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ: এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহারের তুফানগঞ্জে। ২৫ এপ্রিল, শুক্রবার সকালে ওই ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম, নাজির আনসারী (৫১)। তাঁর বাড়ি তুফানগঞ্জের নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কুটিবাড়ি এলাকায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, একটি অর্থ লগ্নিকারী সংস্থার কিস্তির টাকা জোগাড় করতে না পেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হতে পারে ওই ব্যক্তি। ঘটনাটি কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে। শুক্রবার সকালে খবর পেয়ে দেহটিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ এবং একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। পরিবারের তরফ থেকে জানা গিয়েছে নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের চামটাকুটি বাড়ি এলাকায় দুই সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন নাজির আনসারী। লটারির টিকিট বিক্রি করে সংসার চালাতেন তিনি। এক বছর আগে ব্যাবসার কাজে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা একটি অর্থ লগ্নিকারী সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন তিনি। যার সাপ্তাহিক কিস্তি আড়াই হাজার টাকা। সেই কিস্তির টাকা জোগাতে হিমসিম অবস্থা হয়েছিল তার। তা নিয়ে কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। তা থেকেই ওই ঘটনা কিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিজেপির মিছিল শেষ করে তৃণমূলে যোগ জবা দেবনাথের, সন্ত্রাসের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিজেপির মিছিল শেষ করে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে শাসক দলে যোগ দিলেন কোচবিহারের নাটাবাড়ি বিধানসভার ৫ নম্বর মন্ডলের মহিলা মোর্চার নেত্রী জবা দেবনাথ। সেখানে তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের পাশে বসে তিনি বলেন, "আমি দীর্ঘসময় ধরে বিজেপি করেছি। সে কারণে তৃণমূল আমার বাড়ি ভাঙচুর করেছে। মেয়েকে মারধর করেছে। তাই এবারে তৃণমূলে যোগ দিয়েছি। এবারে দেখি কি হয়?" তাঁর ওই বক্তব্যের পরে কার্যত অস্বস্তিতে পড়েছেন রাজ্যের শাসক দলের নেতারা। তড়িঘড়ি তৃণমূল জেলা সভাপতি বলেন, "উনি (জবা) অনেকদিন আগের কথা বলছেন। সেই সময় তৃণমূলের নাম করে বিজেপির কিছু লোকজন ওনার বাড়িতে হামলা করেছিলেন। সে সব অনুধাবন করতে গিয়েই তিনি আজ তৃণমূলে যোগ দিলেন।" সেই সঙ্গে সেখানে উপস্থিত মহিলা তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভানেত্রী সুচিস্মিতা দেবশর্মা জানান, জবা দেবনাথকে মহিলা তৃণমূলের তুফানগঞ্জ-১ নম্বর ব্লকের সহ সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ২১ এপ্রিল, সোমবার কোচবিহার জেলাশাসকের দফতরে স্মারকলিপি দেওয়ার ডাক দেয় বিজেপি। মূলত মুর্শিদাবাদে সাধারণ মানুষের হামলা, লুঠ, খুনের অভিযোগ, পাশাপাশি রাজ্যে ছাব্বিশ হাজারের চাকরি বাতিলের ইস্যুকে সামনে রেখে ওই আন্দোলনের ডাক দেয় বিজেপি। দলের জেলা পার্টি অফিসে জমায়েত করা হয়। বেশ কয়েক হাজার দলীয় কর্মী-সমর্থক ওই মিছিলে অংশ নেন। মিছিল পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে জেলাশাসকের দফতরের সামনে পৌঁছায়। সেখানে আগে থেকেই প্রচুর পুলিশের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেডও তৈরি করা হয়। শেষপর্যন্ত অবশ্যই আলোচনার মাধ্যমেই বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের দফতরে গিয়ে প্রশাসনের এক অধিকারিককে স্মারকলিপি দিয়েছেন। ওই প্রতিনিধি দলে ছিলেন তিন বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে, মালতী রাভা রায়, সুকুমার রায়। এছাড়াও ছিলেন দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মণ, সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু, মহিলা নেত্রী দীপা চক্রবর্তী ও অর্পিতা নারায়ণ।

সেই মিছিল থেকেই বেরিয়ে এসে জবা দেবনাথ তৃণমূলে যোগ দেন। কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক জানান, ১৯৯৮ সাল থেকে জবা দেবনাথ বিজেপি করে আসেন। তিনি বলেন, "আজ তিনি কোচবিহারে বিজেপির মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মিছিল করে তিনি আচমকাই তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয়ে আসেন। এবং বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। তাঁকে সংগঠনের কাজে লাগানো হবে।"

বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "তৃণমূল যে গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাস করে চলেছে তা শাসক দলের জেলা সভাপতির সামনেই সব স্পষ্ট করে দিয়েছেন জবা দেবনাথ। মানুষ এর জবাব দেবে।"

ফুটপাত দখলমুক্ত করতে ফের অভিযান কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের ফুটপাত দখলমুক্ত করার অভিযান শুরু করল কোচবিহার জেলা প্রশাসন ও পুরসভা। ২৭ এপ্রিল, রবিবার সকালে কোচবিহার পুরসভার দেশবন্ধু মার্কেট লাগোয়া এলাকায় অভিযান চলে। সেখানে ফুটপাতে থাকা বেশ কিছু দোকান ভেঙে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পর গত বছরের জুন মাসে কোচবিহার শহরে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে অভিযান চালায় পুলিশ প্রশাসন ও পুরসভা। ফের মাস কয়েক কোথাও অভিযান দেখা যায়নি। সেই সুযোগে ধীরে ধীরে ফের দখল হতে শুরু করে ফুটপাত। এমন পরিস্থিতিতে গত মার্চ মাসে একবার অভিযান চালানো হয়। ফের এদিন অভিযানে নামে পুরসভা ও প্রশাসন। যদিও অভিযোগ উঠেছে, শহরের সর্বত্র ফুটপাত দখলমুক্ত করার অভিযান চালানো হচ্ছে না। প্রশাসন ও পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, উচ্ছেদ অভিযানের এক সপ্তাহ আগে থেকে বার বার মাইকিং করে জবর দখলকারীদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর পরেই চালানো হয় অভিযান। কোচবিহারের মহকুমাশাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আগাম সরে যাওয়ার কথা জানানোর পরেই অভিযান চালানো হয়। জবরদখল সরাতে অভিযান চলবে।" কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "ওই বিষয়ে প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রয়োজন মতো সহযোগিতা আমরা করেছি। রাসমেলার মাঠের চারদিকেই মূলত ওই অভিযান হয়।" ফুটপাত দখল করে যারা ব্যবসা করছিলেন তারা পুনর্বাসনের দাবিতে সরব। কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতিও মনে করছে, ফুটপাত ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দরকার। ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষে জানানো হয়েছে, তারা কোনোভাবেই জবরদখল সমর্থন করে না। কিন্তু যারা পেটের দায়ে সেখানে বসেছে তাঁদের পুনর্বাসন দেওয়া প্রয়োজন। তাঁদের পুনর্বাসন হলে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। বার বার অভিযান চালাতে হবে না।

গত বছরের মাঝামাঝি নবান্নে প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে শহরের অবৈধ দখল, সরকারি জমি দখল নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরেই গত বছরের জুন মাসে কোচবিহারের ফুটপাত দখলমুক্ত করার কাজ শুরু হয়। দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ ছিল, ভবানীগঞ্জ বাজার, সুনীতি রোড, হাসপাতালের সামনের রাস্তা, রাসমেলার মাঠের সামনের রাস্তা, পাওয়ার হাউস মোড় এলাকা, সাগরদিঘি চত্বর, মড়াপাড়া, নতুন বাজার এলাকায় ফুটপাত পুরোপুরি বেদখল হয়ে রয়েছে। যার ফলে সাধারণ মানুষ সেই জায়গা হাঁটার জন্য ব্যবহার করতে পাচ্ছেন না। সেই জায়গাগুলিতে অভিযান চালানো হয়। বেশিরভাগ জায়গাতেই ফুটপাত দখলমুক্ত করা হয়। দিন কয়েক পরে অবশ্য অভিযান বন্ধ করে দেওয়া যায়। অভিযোগ, অভিযানের পরে সেভাবে নজরদারি করা হয়নি। যার ফলে ফের নতুন করে ফুটপাত দখল শুরু হয়। অভিযোগ পেয়ে ফের অভিযান শুরু হয়।

সম্পাদকীয়

জঙ্গিমুক্ত দেশ চাই

কাশ্মীরের প্যাহেলগাঁওয়ে নৃশংস হত্যাকান্ড চালিয়েছে জঙ্গিরা। বেছে বেছে হিন্দু ধর্মের মানুষদের টার্গেট করা হয়েছে। যা গোটা দেশ তো বটেই, বিশ্বজুড়ে তোলপাড় করে দিয়েছে মানুষকে। দেশের গোয়েন্দা সূত্রের যা খবর, তাতে ওই ঘটনার পিছনে রয়েছে পাকিস্তান। তাদের মদতেই জঙ্গিদের এতটা বাড়বাড়ন্ত। ভারত সরকারও চুপ করে বসে নেই। ওই হত্যাকাণ্ডের কড়া জবাব দেওয়ার জন্য কাশ্মীরে শুরু জঙ্গি নিধন অভিযান। সেই সঙ্গে পাকিস্তানকে কড়া শবক শেখাতেও পিছু পা হচ্ছে না দেশের সরকার। আমরাও দেশের প্রত্যেকটি মানুষ মনে করি, এই হত্যাকাণ্ডের কড়া জবাব দেওয়া প্রয়োজন। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র জঙ্গিবাদকে মদত দিয়ে যাচ্ছে। তাদের ধৃষ্ঠতা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, ভারতের ভেতরে জঙ্গি ঢুকিয়ে নিরীহ মানুষকে হত্যা করছে। এর সঠিক জবাব না দেওয়া হলে আগামীতে আরও বড় জঙ্গি হানার ঘটনা যে ঘটবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়। জবাব না পেলে জঙ্গি দেশ পাকিস্তানের বাড়বাড়ন্ত আরও বেড়ে যাবে। দেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। আর এই সময়ে প্রত্যেকটি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রের পাশে থাকা উচিত। তবে জঙ্গিমুক্ত হবে ভারত।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক ঃ কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক ঃ মিঠুন রায়

গান, অভিনয়ের পাশাপাশি সিনেমা পরিচালনায় রজত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রজত শুভ্র ভট্টাচার্য্য বাড়ি দেওয়ানহাট, পড়াশোনার পাশাপাশি একটি চাকরিও করেন। সাধারণ জীবনযাপনের আড়ালে একটা আলাদা পৃথিবী রয়েছে তার নাচ, গান , বই লেখা, অভিনয় এবং সিনেমাও তৈরি করেন রজত। আর্ট অর্থাৎ এসবের প্রতি তার আলাদা টান ছোট থেকে, তাই ছোট থেকেই এসবের সাথে যুক্ত। হারমোনিয়াম, তবলা থেকে শুরু করে বড় হয়ে গিটার, সবটাতেই বেশ আগ্রহ রয়েছে। নিজের লেখা দুটো একক বই প্রকাশিত হয়েছে ইতিমধ্যেই "নিরাশ্রয় শব্দ" আর "মহাজীবন", বই দুটি অনলাইন ও বই টই অ্যাপ অথবা আমাজনে পাওয়া যাচ্ছে। অভিনয়ের প্রতি একটা আলাদা করে ভালোবাসা সবসময় কাজ করে, কারণ ছোট বেলায় টিভির পর্দায় দেবদাকে দেখেই বড় হয়েছি বলে তিনি জানান। বড় হয়ে আরো বেশি সিনেমা দেখে শেখা অনেক কিছু। তারপর শুরু হলো ইউটিউবের হাত ধরে পথ হাঁটা ড্যান্স দিয়ে। চ্যানেলের নাম রাখে "Dancer Boy Rajat" যদিও এখন সেটা পরিবর্তন হয়ে হয়েছে "Rajat's Creation" কারণ নাচের সাথে সাথে জুড়েছে শর্ট ফিল্ম, মিউজিক ভিডিও। প্রথম থেকেই নাচের প্রতি তার ইনস্পিরেশন রাঘব জুয়াল। তাকে দেখেই ভিডিও বানানো শুরু। প্রায় ৩ বছর পথ হাঁটা শেষ ইউটিউবে। তারপর হঠাৎই একদিন ইচ্ছে হলো সিনেমা বানানোর। অনেক চেষ্টার পর কাজ শুরু করার রজতের প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা "টস" দিয়ে। টস মুক্তি পেলো অনেক পুরস্কার জিতলো (National Sharvaya Film Festival Award, West Bengal International Film Festival Award ইত্যাদি)। দ্বিতীয় সিনেমার কাজ ছিল- "Struggle"। অভিনয় জগতে তার বরাবর ইন্সপিরেশন "হৃতিক রোশন"। যখন বুঝতে পেরেছিলেন সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে এখন সুযোগ পাওয়াটা বিভিন্ন কারণে অসম্ভব তখন নিজেই বানানো শুরু করেছিলেন সিনেমা। "পরিণতি" তৃতীয় কাজ। এই গল্পটা খুবই সুন্দর একটা গল্প, গল্প লেখকের নাম আরিয়ান। এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমায় রজতের সাথে অভিনয়ে করছেন ইশিকা, করন, দেবা, রাজদীপ, টুকু, সাথে আরিয়ান এবং দেব। পরিণতি গল্পটা নিয়ে একটু কথা বলি। এই ফিল্মটার পরিচালক সে নিজেই, প্রোডাকশন- Rajat's Creation। পরিণতির যাত্রা টা শুরু ২০২৪ এর ডিসেম্বর মাসে যখন ইতিমধ্যে সে দুটো ফিল্ম বানিয়ে ফেলেছি - "Toss" আর "Struggle", আর গল্প লেখক আরিয়ান ও আলাদা কাজ করেছিল অনেক। তারপর হঠাৎ একদিন কথাবার্তার পর আরিয়ান রজতকে একটা গল্প পাঠায়, রজতের কোথায় যেটা শুনে আমি খুবই অবাক হয়ে যাই কারণ গল্পটা আমাদের চারপাশের বিভিন্ন দিক একসাথে নিয়ে তৈরি। "পরিণতি" গল্পটায় বিভিন্ন দিক রয়েছে আমাদের চারপাশের। প্রথমত একটা ভালোবাসার গল্প রয়েছে গল্পের দুই মুখ্য চরিত্র মেঘ আর বৃষ্টির মাধ্যমে, যেখানে মেঘের চরিত্রে অভিনয় করছি আমি আর বৃষ্টির চরিত্রে অভিনয় করছে ইশিকা। দ্বিতীয়ত একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক ফুটে উঠেছে এখানে মেঘ আর গোবিন্দ এই দুটো চরিত্রের মধ্য দিয়ে- যেখানে গোবিন্দের চরিত্রে অভিনয় করছে দেবা। তৃতীয়ত সমাজের কিছু কালো দিক, অসৎ কাজকর্ম, এগুলো ফুটে উঠেছে প্রধান অর্থাৎ করন আর রমেশবাবু অর্থাৎ রাজদীপ এর চরিত্রের মাধ্যমে। চতুর্থত বিশ্বাসঘাতকতা একটা বড় ভূমিকা পালন করছে পরিণতিতে। সব মিলিয়ে বেশ জমজমাট একটা ব্যাপার। ফিল্মটি শুট হয়েছে দেওয়ানহাট কোচবিহার, ভেটাগুড়ি এই তিনটি জায়গা মিলে। এই সিনেমায় একটা গান রয়েছে "চিঠি" যেটি গেয়েছেন সুপ্রিয় আর গানটি বানিয়েছেন গ্র্যান্ড মিউজিক ২৫ এপ্রিল ২০২৫ এই সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছে "Porinoti- A Film By Rajat। আশা রাখছি সবাই দেখবেন, সবার ভালো লাগবে, দেখার সময়টা সুন্দর কাটবে, বেশ কৌতুহল জাগাবে আপনাদের মনে। এভাবে অভিনয়ে কাজের মাধ্যমে আমার স্বপ্ন একদিন বাংলা সিনেমা জগতে পা রাখার, নিজের একটা আলাদা পরিচয় তৈরি করার। তাই ভিডিও ভালো লাগলে সবাই এত ভালোবাসা দেবেন যাতে সেটি সেই জায়গায় পৌঁছায়। রজতের স্বপ্ন ভবিষ্যতে আরও ভালো কাজ করার, আরো সুন্দর সুন্দর সিনেমা উপহার দেওয়ার।

কালবৈশাখী ঝড়ে লন্ডভন্ড দিনহাটার বিস্তীর্ণ এলাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: গতকাল রাতের কালবৈশাখী ঝড়ে লন্ডভন্ড দিনহাটার বিস্তীর্ণ এলাকা। সোমবার দুপুরে বারোটা নাগাদ এমনই চিত্র দেখা গিয়েছে। বিশেষ করে সীমান্ত সংলগ্ন গিতালদহ-১ এবং ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ব্যাপক। প্রবল ঝোড়ো হওয়া সহ ঝড়ের প্রভাবে প্রচুর গাছ ভেঙে পড়ার পাশাপাশি বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত। সেইসাথে বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙে যাওয়ায় বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন রয়েছে এলাকাগুলি। ফসলের ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে ভুট্টা চাষীদের মাথায় হাত। স্থানীয় লোকেরা প্রশাসনের সহযোগিতার পাশাপাশি সরকারি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

মান যাচাইয়ে পেট্রোল পাম্পে স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মান যাচাইয়ে জেলার বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প পরিদর্শন করলেন রাজ্য বিধানসভার কনজিউমার এবং কর্পোরেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। ২৪ এপ্রিল, বুধবার কমিটির সদস্যরা কোচবিহার রেলঘুমটি সংলগ্ন একটি পেট্রোল পাম্পেও যান। সেখানে সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখেন তারা। তাঁরা জানান, ওই কমিটিতে পাঁচজন বিধায়ক ও দফতরের আধিকারিকরা রয়েছেন। রাজ্য বিধানসভার কনজিউমার এবং কর্পোরেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি তিনটি জেলা পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। ২৩ এপ্রিল আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প পরিদর্শন করেছেন। ২৪ এপ্রিল তারা কোচবিহারে পৌঁছান। ২৫ এপ্রিল জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প পরিদর্শন করেছেন।

কমিটির এক সদস্য বলেন, "পেট্রোলের মান ঠিক আছে কি না? ক্রেতাসুরক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব।"

মাদক পাচারে ধৃত তৃণমূল নেতা, তড়িঘড়ি বহিষ্কার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ইয়াবা' ট্যাবলেট পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে এক তৃণমূল নেতা সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। শাসক দল তৃণমূলের ওই নেতার নাম মাফুজার রহমান। মাফুজার দিনহাটার গীতালদহ ১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূলের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি একসময় দলের ওই অঞ্চলের তৃণমূলের সভাপতিও ছিলেন। শুধু তাই নয়, মাফুজারের স্ত্রী বিজলি খাতুন বিবি গীতালদহ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের দায়িত্বে রয়েছেন। অন্য ধৃতদের নাম, তোতা বিবি, খাজিদুল হক, সেরাজুল হক ও এরশাদ হোসেন। প্রত্যেকের বাড়ি দিনহাটায়। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু অভিযোগ করেন, মাফুজার আন্তজাতিক মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত। ২০১৪ সালে বাংলাদেশে মাদক পাচারের ঘটনাতেই ধরা পড়েন মাফুজার। সেখানে বেশ কিছুদিন জেল খেটে ফের দিনহাটায় ঢুকে মাদক পাচারের কারবার শুরু করে। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে একটি ছবিও তুলে ধরেন বিরাজ। সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ও প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে মাফুজারের ছবি তুলে ধরে রাজ্যের শাসক দলকে আক্রমণ করেন বিরাজ। তিনি বলেন, "মাদক পাচার কারবারীদের সঙ্গে তৃণমূলের যোগ রয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে গেল। এ জন্যই বিএসএফের বিরুদ্ধে নানা সময় সরব হতে দেখা যায় তৃণমূল নেতাদের। আসল উদ্দেশ্যে পাচারের টাকা ঘরে ঢোকানো।" ওই ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন, "যে বা যারা বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবে তার সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই।" এরপরেই দল বিরোধী কার্যকলাপ ও সামাজিক অধঃপতনের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই নেতাকে ও এক কর্মীকে ৬ বছরের জন্য বহিষ্কার করেছে তৃণমূল। সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক জানান, সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের গীদালদহ ১ নং অঞ্চলের মাফুজার রহমান এবং সেরাজুল হক এই দুজনের দল বিরোধী কার্যকলাপ এবং সামাজিক অধঃপতন যা নিয়ে অভিযোগ এসেছে তাতে এরকম কর্মীদেরকে দলে রাখা হবে না। তিনি বলেন, "দল থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করছি। তাদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ এসেছে সেই অভিযোগ থাকাকালীন আমরা তাদেরকে দলে রাখতে পারি না। দল থেকে আমরা তাদেরকে বহিষ্কার করছি ছয় বছরের জন্য। ভবিষ্যতে যদি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারে তাহলেই তৃণমূল কংগ্রেসের ফিরে আসার সুযোগ থাকবে এছাড়া তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে আসার কোন সুযোগ থাকবে না।"

২১ এপ্রিল রাতে কোচবিহার শহরের বাস স্ট্যান্ড এলাকায় স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ মাদক সহ পাঁচ পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে মফিজুর রহমান ও সেরাজুল হক নামে দুজন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ছিল। তাদের এই দল বিরোধী কাজ ও সামাজিক অধঃপতন জন্য তৃণমূল কংগ্রেস তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের দল থেকে ৬ বছরের জন্য বহিষ্কার করে। যতদিন পর্যন্ত নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারে আদালতে। ততদিন ওই দুই নেতা তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে আসার সুযোগ পাবে না। মাফুজারের স্ত্রী বিজলী খাতুন বিবি বলেন, "আমার ছেলে কার্শিয়াং-এ পড়াশোনা করে। কয়েকদিন আগে বাড়িতে এসেছিল। রবিবার ছেলেকে কার্শিয়াং-এ রেখে বাড়িতে ফিরছিল মাফুজার। চক্রান্ত করে তাকে ফাঁসানো হয়েছে।"

রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার পুরোহিতের দেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রেল লাইনের ধার থেকে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির মৃতদেহ। ২৭ এপ্রিল, রবিবার মাথাভাঙ্গা শহরের হাজারাহাট ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণ ভাঙ্গামোড় সংলগ্ন শীলপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম প্রহ্লাদ দেবশর্মা (৬১)। সে পেশায় পুরোহিত। ওই এলাকাতেই তার বাড়ি। ট্রেনের ধাক্কায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ। এদিন সাতসকালে এক মহিলার কান্নার আওয়াজে ভিড় জমে যায়। পরে জানা যায়, ট্রেনের ধাক্কায় মৃত প্রহ্লাদের স্ত্রী ওই মহিলা। সকালের দিকে তার স্ত্রী তাকে খুঁজতে বেরিয়ে রেললাইনের পাশে তার দেহ পরে থাকতে দেখেন। পরে তার স্ত্রী স্বামীর দেহের পাশে বসে কান্না শুরু করেন। পরে তা দেখে স্থানীয়রা ছুটে আসেন এবং দেখেন ওই পুরোহিতের দেহ রেল লাইনে পড়ে রয়েছে। তারপর পুলিশ ও আরপিএফকে খবর দেওয়া হয়। ওই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আরপিএফ ও মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা গোবিন্দ শীল বলেন, "কান্না শুনে ঘুম থেকে উঠে দৌড়ে বের হয়ে রেল লাইনের দিকে কিছুটা যেতেই চোখে পড়ে পুরোহিত প্রহ্লাদ দেবশর্মার দেহ পড়ে রয়েছে। সম্ভবত, গতকাল মধ্যরাত্রেই ট্রেনের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন মনে করছেন অনেকে।"

রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে অবরোধ করে ভোট বয়কটের ডাক বাসিন্দাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ধানের চারা লাগিয়ে রাজ্য সড়কে অবরোধ করে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন বাসিন্দারা। ২৮ এপ্রিল, সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের তুফাগঞ্জের চিলাখানা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিববাড়িতে। অবরোধে যানজট তৈরি হয়। পথচলতি মানুষকে অসুবিধের মুখে পড়তে হয়। পরে ঘটনার খবরে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। পরবর্তীতে তুফানগঞ্জ-১ নম্বর ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে শিববাড়ি বাজার থেকে মোয়ামারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা অত্যন্ত বেহাল হয়ে পড়েছে। একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা কঠিন হয়ে পড়ে। রাস্তার মাঝে মাঝে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। রাস্তা দিয়ে সাইকেল, মোটরসাইকেল, টোটো অটো চলাচল করতে পারে না। শিশুদের স্কুলে যাতায়াতেও সমস্যায় পড়তে হয়। দিনে দিনে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। আরও অভিযোগ, গ্রামের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত ওই রাস্তায় যেতে চায় না। অভিযোগ একাধিকবার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েও লাভ হয়নি। তাই এবারে পথে নেমে আন্দোলন শুরু করেছেন বাসিন্দারা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

মর্টার শেল উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সেনাবাহিনীর মর্টার শেল উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। ২৭ এপ্রিল, রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়ির হেলাপাকড়ি মোড় সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়ির হেলাপাকড়ি মোড় সংলগ্ন এলাকায় থাকা পাথরের স্তূপ থেকে পাথর নিয়ে যাওয়ার সময় সেনাবাহিনীর একটি মর্টার শেল দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় হইচই পড়ে যায়। এলাকাবাসী মর্টার শেল দেখতে ভিড় জমাতে শুরু করে। এরপরই ওই পাথরের স্তূপের ম্যানেজার বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়ে দেন। পরে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ দ্রুত সেখানে গিয়ে ওই জায়গাটি ঘিরে ফেলে। স্থানীয়দেরও দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। সেনাবাহিনী সেখানে গিয়ে পৌঁছায়। সেখান থেকে মর্টারটি পরে উদ্ধার করা হয়। পাথরের স্তূপের ম্যানেজার ইশক আলি বলেন, 'তোতলাবাড়ি থেকে এই পাথর আনা হয়েছিল। সেখান থেকেই হয়তো পাথরের সঙ্গে মর্টার শেলটি চলে এসেছে।' স্থানীয়দের অনুমান, ২০২৩ সালে সিকিমে তিস্তা নদীর বাঁধ ভেঙে ভয়াবহ বন্যা হয়। সেই বন্যায় সময় হয়তো ভেসে এসেছিল মর্টার শেলটি।

মাথাভাঙ্গা হাসপাতালে সংস্কারে বরাদ্দ ৯০ লক্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কখনও চাঙর খসে পড়েছে। কখনও চাঙরের আঘাত থেকে কোনক্রমে বেঁচে গিয়েছেন রোগীরা। দীর্ঘসময় ধরে এমনই অবস্থা হয়েছিল কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের। অবশেষে সেই হাসপাতাল সংস্কার শুরু হল। যা নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস মাথাভাঙ্গা হাসপাতালে। মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে সুপার মাসুদ হাসান বলেন, "পুরোনো ভবন সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। তিন মাসের মধ্যে ওই কাজ সম্পন্ন হবে। প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সংস্কারের কাজ হচ্ছে।"

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল মহকুমার মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কয়েক লক্ষ মানুষ ওই হাসপাতালের উপরে নির্ভরশীল। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালের বিল্ডিংয়ের বেহাল দশায় চিকিৎসা করাতে হাসপাতালে আসতে ভয় পেতেন বহু মানুষ। কারণ হাসপাতালের বিল্ডিংয়ের বয়স যেমন হয়েছে অনেক তেমনি চাঙর খসে পড়ার ঘটনাও ঘটেছে। কখনও কখনও বা শুয়ে থাকা রোগীর মাথার পাশেও ভেঙ্গে পড়েছে চাঙর। তাই মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের বিল্ডিং সংস্কারের দাবি দীর্ঘদিনের। অবশেষে এই বিল্ডিং সংস্কার শুরু হয়েছে আর তাতেই খুশি রোগীর আত্মীয় পরিজন থেকে শুরু করে মাথাভাঙ্গাবাসীরাও। স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের ভবন সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হবে এই ভবন সংস্কার ফলে চিকিৎসা করাতে আসতে আর ভয়ের কোনো কারণ থাকছে না। রোগীর আত্মীয় পরিজনেরা জানান, মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে প্রতিনিয়ত চাঙর খসে পরার ঘটনা ঘটেছে এই নিয়ে রোগীদের পাশপাশি তারাও আতঙ্কিত থাকতেন। কারণ কখন দুর্ঘটনা ঘটে যায়। এরপর স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে হাসপাতালের ভবন সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি তারাও।

চলছে ঝড়ের দাপট, বিদ্যুৎহীন বহু এলাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: গত কয়েকদিন ধরেই প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির জেরে ক্ষতির মুখে পড়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ। কোথাও বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়েছে। কোথাও তার ছিঁড়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় কোচবিহার জেলার বহু এলাকা ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়ে। তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, আকাশে মেঘ ডাকতে শুরু করলেই বা দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়লেই বিদ্যুৎ চলে যায়। তা নিয়ে কার্যত দিশেহারা বিদ্যুৎ বিভাগ। ২৮ এপ্রিল, সোমবার কোচবিহার শহরের পাওয়ার হাউস চৌপথিতে কোচবিহার জেলা বিদ্যুৎ দফতরের সাংবাদিক বৈঠক করেন বিভাগের রিজিওনাল ম্যানেজার বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন, "গত কয়েকদিন ধরেই কোচবিহার জেলায় বিদ্যুৎ পরিষেবায় অনেক সমস্যা হচ্ছে। তার কারণ কোচবিহার জেলায় যে ঝড় ও বৃষ্টি হয়েছে সেখানে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যার ফলে সাধারণ মানুষকে তারা ঠিকমত পরিষেবা দিতে পাচ্ছে না। তবে দ্রুততার সঙ্গে পরিবেশ স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছি।" তিনি আরও জানান, বিভিন্ন জায়গায় গাছ বিদ্যুতের তারে পড়ে গিয়ে ছিড়ে যাচ্ছে। ওই ব্যাপারে সতর্ক থাকার বার্তা দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে এরকম ঘটনা নজরে এলে যাতে বিদ্যুৎ বিভাগে বিষয়টি জানান সেই ব্যাপারেও বার্তা দিয়েছেন তিনি। দুর্যোগের জেরে গ্রাহকদের পরিষেবা নিয়ে ধৈর্য রাখার আবেদন জানানো হয়। তিনি বলেন, "কোনওরকম দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে সে জন্য সবাইকে সতর্কভাবে চলাচল করতে হবে।"

ভিনরাজ্যে গিয়ে নিখোঁজ যুবক, খুনের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে দিনহাটার এক যুবক। পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনায় বন্ধুদের হাত থাকতে পারে বলেও অভিযোগ। এই অভিযোগ নিয়ে ২৬ এপ্রিল, শনিবার সন্ধ্যায় দিনহাটা থানায় অভিযোগ করেন নিখোঁজ যুবকের পরিবারের লোকেরা। পরে তাঁরা থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরে নিখোঁজ যুবকের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত দুই যুবককে আটক করে পুলিশ। দিনহাটা শহর সংলগ্ন বড় আটিয়াবাড়ি-২ নম্বর অঞ্চলের বাসিন্দা নিতাই রায় দুই ব্যক্তির সাথে গুজরাটে কাজ করতে যায়। সেখানে নিতাই রায়কে সঠিকভাবে কাজের বেতন দেওয়া হত না বলে অভিযোগ। এমনকি তাকে নানাভাবে অত্যাচার করা হতো বলে অভিযোগ। এদিকে অপর দু'জন গুজরাট থেকে দিনহাটায় ফিরে আসে কিন্তু নিতাই দিনহাটায় ফিরে আসেনি। আর এতেই সন্দেহ তৈরি হয় পরিবারের লোকেদের। নানা জায়গায় খোঁজাখুঁজির পরেও নিতাইয়ের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরপরেই পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন, নিতাইকে খুন করা হয়েছে। আর এই ঘটনায় অবিলম্বে বিচারের দাবিতে দিনহাটা থানায় বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার বাসিন্দারা। এদিন সন্ধ্যায় দিনহাটা থানা চত্বরে বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে এলাকার বাসিন্দারা সহ নিতাইয়ের পরিবারের লোকেরা দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্রর সাথে দেখা করে এই ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান। দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র বলেন, "এই ঘটনা নিয়ে আটিয়াবাড়ি এলাকার সাধারণ মানুষজন থানায় এসেছিলেন। তাদের সাথে কথা হয়েছে অভিযোগ জমা পড়লেই গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করা হবে। দু'জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।"

বৈরাগী দিঘি থেকে অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: অজ্ঞাত পরিচয় এক মহিলার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের কাছে বৈরাগী দিঘিতে ওই মহিলার দেহ ভেসে থাকতে দেখা যায়। পরে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে কোচবিহার কোতয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত মহিলার পরনে একটি শাড়ি ছিল। বয়স পঞ্চাশের বেশি বলে ধারণা। পরিচয় এখনও জানা যায়নি। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কোচবিহার কোতয়ালি থানার পুলিশ। স্থানীয় এক ব্যবসায়ী বলেন, "আমি যখন দোকান খুলতে আসি তখন মন্দিরের সামনে বসা এক বৃদ্ধা ওই ঘটনা জানায়। মহিলার দেহ জলে ভেসে থাকতে দেখে বিষয়টি নিশ্চিত হই। পরে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ওই মহিলা কোথা থেকে এসেছে তা আমাদের জানা নেই।"

এলজি ইলেক্ট্রনিক্স ইন্ডিয়ার অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত ভান্তিকা অগরওয়ালকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা

কলকাতা: নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ২০২৫ - এলজি ইলেকট্রনিক্স ইন্ডিয়া লিমিটেড ভান্তিকা আগরওয়ালকে কোম্পানির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ঘোষণা করেছে। তিনি ভারত খ্যাত দাবা খেলোয়াড়, তরুণী গ্র্যান্ডমাস্টার, তিনবার দাবা অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক বিজয়ী, ৪৫ তম দাবা অলিম্পিয়াডে দুটি স্বর্ণপদক বিজেতা, সম্প্রতি অর্জুন পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। এই পার্টনারশিপ তরুণ অর্জনকারীদের ক্ষমতায়ন এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে জীবন উন্নত করার জন্য এলজি ইলেকট্রনিক্সের প্রতিশ্রুতিকে জোরদার করে।এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন মিঃ হং জু জিওন-এমডি এলজি ইলেকট্রনিক্স ইন্ডিয়া লিমিটেড। তিনি বলেন, "এলজি ইলেকট্রনিক্সে, আমরা আমাদের গ্রাহকদের জীবনকে উন্নত করার জন্য ক্রমাগত উদ্ভাবন করে চলেছি। ভ্যান্তিকার নিরলস প্রচেষ্টা এই একই চেতনাকে মূর্ত করে। আমরা একসাথে এই উত্তেজনাপূর্ণ এবং নতুন যাত্রা শুরু করতে আগ্রহী।" ভান্তিকা আগরওয়াল বলেন, "আমি এলজি ইলেকট্রনিক্সের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে সম্মানিত। এই ব্র্যান্ডের প্রতি আমার বিশ্বাস অটুট। এলজির "লাইফস গুড" ব্র্যান্ডের প্রতিশ্রুতি আমার জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে অনুরণিত হয়।"ভান্তিকা আগরওয়াল (জন্ম সেপ্টেম্বর ২০০২) একজন ভারতীয় দাবা খেলোয়াড় যিনি মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার এবং আন্তর্জাতিক মাস্টারের এফআইডিই খেতাব পেয়েছেন। তিনি বুদাপেস্টে ২০৩৪ সালে ৪৫তম দাবা অলিম্পিয়াডে দুটি স্বর্ণপদক সহ দাবা অলিম্পিয়াডে তিনবারের স্বর্ণপদক বিজয়ী। তিনি হ্যাংজু ২০২২ এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দলের সঙ্গে রৌপ্য পদক জিতেছিলেন। কমনওয়েলথ, ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ, এশিয়ান ইয়ুথ এবং ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপেও ভান্তিকার কৃতিত্ব প্রশংসিত।

ভারতে সড়ক নিরাপত্তা বাড়াতে টিকেএম-এর প্রয়াস

শিলিগুড়ি: টয়োটা কির্লোস্কার মোটর (টিকেএম) সচেতনতা, শিক্ষা এবং উদ্ভাবনের সাথে সড়কে নিরাপত্তা বাড়ানোর প্রচেষ্টা করছে। এই বিস্তৃত কর্মসূচিটি ১০ লক্ষেরও বেশি নাগরিককে প্রভাবিত করছে, যার লক্ষ্য একটি নিরাপদ এবং আরও দায়িত্বশীল পরিবেশ গড়ে তোলা। ২০০৭ সালে চালু হওয়া টয়োটার সেফটি এডুকেশন প্রোগ্রাম (TSEP) এর লক্ষ্য ৫ থেকে ৯ বছর বয়সী স্কুলের বাচ্চাদের মধ্যে সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা এবং আচরণগত পরিবর্তনের প্রচার করা। এই প্রোগ্রামটি এবিসি পদ্ধতি ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছে সচেতনতা, আচরণগত পরিবর্তন এবং প্রচারণা, স্কিট, পোস্টার তৈরি এবং রোড সেফটি ক্লাবের মতো আকর্ষণীয় ফর্ম্যাট ইত্যাদি, যার ফলে সচেতনতার মাত্রা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। FY23 সাল থেকে এখনও পর্যন্ত, TSEP ১৪০টি স্কুলের ১৬৪৩ জন প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং ৯,২৯,২৮৮ জন পড়ুয়ার কাছে পৌঁছেছে। তিন বছরের হস্তক্ষেপ মডেলটি বেঙ্গালুরুতে প্রথম ধাপ এবং বেঙ্গালুরু, দিল্লি এবং মুম্বাইতে দ্বিতীয় ধাপ বাস্তবায়িত করেছে। এমনকি, প্রোগ্রামটি এই শহরগুলিতে বার্ষিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি আচরণগত প্রভাবের জন্য স্কুলের পাঠ্যক্রমের সাথে একত্রিত করে সচেতনতা বজায় রেখেছে। টিএসইপির পরিপূরক টয়োটা হ্যাকাথন, যা একটি যুব-নেতৃত্বাধীন উদ্ভাবনী প্ল্যাটফর্ম। এর লক্ষ্য হল সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়াদের মধ্যে সৃজনশীল চিন্তাভাবনা গড়ে তোলা। এই উদ্যোগটি শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর সামাজিক আচরণ এবং নীতিগত চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে "পরিবর্তন এজেন্ট" হিসেবে সাজিয়ে তুলেছে। এই উদ্যোগের অধীনে, টিকেএম মিজোরামে সাতটি ট্র্যাফিক পার্ক স্থাপন করেছে, যা টিকেএমের সড়ক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উদ্যোগ সচেতনতা এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে এখনও অবধি ৮০০ জন চালককে উপকৃত করেছে, যার ফলে ৭,৮২২ জন ব্যক্তি উপকৃত হয়েছেন। কোম্পানির এই অতুলনীয় প্রচেষ্টা সম্পর্কে, কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড গভর্নেন্সের কান্ট্রি হেড এবং এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিক্রম গুলাটি বলেন, "টয়োটা কির্লোস্কার মোটর শিক্ষামূলক কর্মসূচি, উদ্ভাবন এবং সম্প্রদায়ের সহযোগিতার মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা বাড়িয়ে তুলতে ক্রমাগত কাজ করে চলেছে। তাদের লক্ষ্য বিভিন্ন সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে একটি নিরাপত্তার সংস্কৃতি গড়ে তোলা, যাতে ভারতে শূন্য সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।"

অ্যামাজন ইন্ডিয়ার আশ্রয় কেন্দ্রের সম্প্রসারণ

শিলিগুড়ি: অ্যামাজন ইন্ডিয়া আজ ঘোষণা করেছে যে ২০২৫ সালের মধ্যে তারা ভারতজুড়ে তাদের আশ্রয় কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করবে। আশ্রয় কেন্দ্রগুলি হল ই-কমার্স এবং লজিস্টিক ইকোসিস্টেম জুড়ে ডেলিভারি সহযোগীদের বিশ্রামস্থল যা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আসন, পরিষ্কার পানীয় জল, ইলেক্ট্রোলাইট, মোবাইল চার্জিং পয়েন্ট, ওয়াশরুম, প্রাথমিক চিকিৎসার কিট এবং রিফ্রেশমেন্টের সুবিধা দেবে। এই প্রচেষ্টাটি একটি শিল্প-প্রথম উদ্যোগ যা ডেলিভারি সহযোগী এবং লজিস্টিক অংশীদারদের বিশ্রাম দিতে ডিজাইন করা হয়েছে। পেট্রোল পাম্প এবং বাণিজ্যিক জায়গায় অবস্থিত, এই কেন্দ্রগুলি সারা বছর সপ্তাহের ৭ দিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ডেলিভারি সহযোগীরা ৩০ মিনিটের জন্য বিনামূল্যে অ্যাক্সেস করতে পারবেন। যেকোনও সময় ১৫ জন পর্যন্ত থাকার ব্যবস্থা সহ, সুবিধাজনক পার্কিং স্পেসও থাকছে। অ্যামাজনের ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার অপারেশনস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট অভিনব সিং বলেন, "ডেলিভারি অ্যাসোসিয়েটদের স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং আরাম আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। আশ্রয় কেন্দ্রগুলি বিশুদ্ধ পানীয় জল, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং চার্জিং পয়েন্টের মতো প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশ্রামের জায়গা দেবে। এই সুবিধাগুলি ডেলিভারি অ্যাসোসিয়েটদের তাদের ব্যস্ত সময়সূচীর মধ্যেও আরামদায়ক এবং নিরাপদে থাকতে সাহায্য করবে। আমরা ভারত জুড়ে এই ধরনের ১০০টি কেন্দ্র তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

সিএমএফ বাই নাথিং লঞ্চ করল চারটি অসাধারণ বিকল্প

শিলিগুড়ি: লন্ডন-ভিত্তিক টেকনোলজি কোম্পানি, নাথিং -এর সাব-ব্র্যান্ড, সিএমএফ, আজকে চারটি নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চের ঘোষণা করেছে - CMF Phone 2 Pro স্মার্টফোন এবং Buds 2, Buds 2 Plus ও Buds 2a ইয়ারবাড। ভারতের দ্রুততম বর্ধনশীল স্মার্টফোন ব্র্যান্ড, নাথিং, ২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে ১৫৬% বার্ষিক প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করেছে, যা এই অর্জনের টানা পঞ্চম প্রান্তিক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। নাথিং, গত দশকে ভারতীয় বাজারে এই মাইলফলক অর্জনকারী একমাত্র ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সিএমএফ ফোন ২ প্রো একটি প্রিমিয়াম স্মার্টফোন যার তিনটি ক্যামেরা সিস্টেম, উজ্জ্বল ডিসপ্লে এবং প্রিমিয়াম ডিজাইন রয়েছে। এটি এখন পর্যন্ত ডিজাইন করা সবচেয়ে পাতলা এবং হালকা স্মার্টফোন, যার ওজন মাত্র ১৮৫ গ্রাম এবং ৫০০০ mAh ব্যাটারি রয়েছে। এর তিনটি ক্যামেরার সিস্টেম রয়েছে, যার প্রথমটিতে রয়েছে ৫০ MP ক্যামেরা, ৮ MP আল্ট্রা-ওয়াইড ক্যামেরা এবং ১৬ MP ফ্রন্ট ক্যামেরা। স্মার্টফোনটি চারটি রঙে পাওয়া যাচ্ছে: সাদা, কালো, কমলা এবং হালকা সবুজ। এবং এর ৮+১২৮ জিবি ভেরিয়েন্টের দাম ১৭,৯৯৯ টাকা এবং ৮+২৫৬ জিবি ভেরিয়েন্টের দাম ১৯,৯৯৯ টাকা। অন্যদিকে, সিএমএফ অডিওর ২০২৫ সালের লাইনআপে বিস্তৃত পরিসরের অডিও পণ্য রয়েছে, যা বিভিন্ন চাহিদা এবং সঙ্গীত প্রোফাইল পূরণ করে, দৈনন্দিন চাহিদা থেকে শুরু করে নিমজ্জিত সেশন এবং ব্যক্তিগতকৃত শব্দ পর্যন্ত। আবার, CMF Buds 2a এর দাম ২,১৯৯ টাকা, CMF Buds 2 এর দাম ২,৬৯৯ টাকা এবং CMF Buds 2 Plus এর দাম ৩,২৯৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফোনটি ৫ মে, ২০২৫ থেকে Flipkart, Flipkart Minutes, Vijay Sales, Croma এবং অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় খুচরা দোকানে কেনার জন্য উপলব্ধ হবে। ফোনটির আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্রগুলি খুব শীঘ্রই ভারতে লঞ্চ করা হবে।

জিওকোয়েস্ট: উদ্ভাবন ও প্রবৃদ্ধির এক নতুন যুগের সূচনা

কলকাতা: টেরে আর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে তার নতুন পরিচয় জিওকোয়েস্ট নামে ঘোষণা করেছে, যা কোম্পানির পরিচিতি ও কার্যক্রমে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচক। নতুন এই নামকরণ সংস্থাটির ঐতিহ্যবাহী রিইনফোর্সড আর্থ সলিউশনস-এর পরিধি ছাড়িয়ে উন্নত ভূ-প্রযুক্তিগত প্রকৌশল, জিওসিন্থেটিকস এবং ভূ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার (জিওহ্যাজার্ড সলিউশনস) দিকে সম্প্রসারণকে প্রতিফলিত করে। ২০২৪ সালে বার্ষিক ৩৩০ মিলিয়ন ইউরোরও বেশি রাজস্ব অর্জন করে, জিওকোয়েস্ট শিল্পে নেতৃত্ব বজায় রেখেছে এবং একই সঙ্গে টেকসই অবকাঠামো ও পরিবেশবান্ধব কার্যপ্রণালীর প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থেকেছে। টেরে আর্মে ব্র্যান্ডটি এখনও প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে রয়ে যাবে, যা এর মূল পরিষেবাগুলির উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরবে।

জিওকোয়েস্ট ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সোমনাথ বিশ্বাস বলেন, "এই নতুন পরিচয় আমাদের উৎকর্ষের প্রতি প্রতিশ্রুতি এবং বৈশ্বিক লক্ষ্যকে প্রতিফলিত করছে, যা উচ্চ-দক্ষতা ও টেকসই সমাধান প্রদানে আমাদের অঙ্গীকারকে আরও মজবুত করবে।"সোলেতঁশ ফ্রেসিনে এবং ভিন্সি কনস্ট্রাকশন-এর একটি সহায়ক সংস্থা হিসেবে, জিওকোয়েস্ট সারা বিশ্বে উদ্ভাবনী ও ব্যয়-সাশ্রয়ী প্রকৌশল সমাধান প্রদানের লক্ষ্য রাখে, যাতে অবকাঠামোর স্থায়িত্ব ও কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করা যায়।

অ্যামাজনের গ্রীষ্মকালীন বিক্রয়ের সাথে উপভোগ করুন আকর্ষণীয় ডিল

কলকাতা: অডিও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বিশ্ব জুড়ে অন্যতম সেনহাইজার, গ্রীষ্মকালীন বিক্রয় ২০২৫ চলাকালীন এই মরসুমকে আরও উত্তপ্ত করে তুলতে অ্যামাজন অবিশ্বাস্য অফার নিয়ে হাজির হয়েছে। ১ মে থেকে গ্রাহকরা সেনহাইজারের সবচেয়ে সেরা প্রোডাক্ট, যেমন হেডফোন, মাইক্রোফোন এবং আরও অনেক কিছুতে ৫৮% পর্যন্ত ছাড় উপভোগ করার সুযোগ পাবেন। উল্লেখযোগ্য ছাড়ের পাশাপাশি, গ্রাহকরা ২৪ মাস পর্যন্ত বিনামূল্যে ইএমআই এবং নির্দিষ্ট ক্রেডিট কার্ড ডিলের সাথে আরও সাশ্রয় করতে পারবেন। বুম আর্ম সহ ইউএসবি মাইক্রোফোন, ই-৯৪৫ মাইক্রোফোন, এইচডি-২৫ প্লাস হেডফোন, মোমেন্টাম ৪ কপার হেডফোন, অ্যাকেন্টাম প্লাস হেডফোন এবং মোমেন্টাম ট্রু ওয়্যারলেস ৪-এর মতো প্রোডাক্টগুলির সাথে, গ্রাহকরা ব্যতিক্রমী সাউন্ড উপভোগ করতে পারবে। এর মধ্যে সেনহাইজার প্রোফাইল স্ট্রিমিং সেট বুম আর্ম মাত্র ₹৯,৭৯০ টাকা দামে পাওয়া যাচ্ছে, যা বিশেষভাবে ইউএসবি মাইক্রোফোন পডকাস্টার এবং স্ট্রিমারদের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যা পেশাদার-মানের স্ট্রিমিংয়ের জন্য একটি নিখুঁত সঙ্গী। মোমেন্টাম ৪ (কপার) হেডফোন একটি পুরষ্কারপ্রাপ্ত ডিভাইস, যার অসাধারণ সাউন্ড কোয়ালিটির জন্য ফোর্বসও স্বীকৃতি দিয়েছে, যা মাত্র ₹১৮,৯০০ টাকা দামে পাওয়া যাচ্ছে। তেমনি আবার, অ্যাকসেন্টাম প্লাস হেডফোন একটি মার্জিত এবং আরামদায়ক ডিজাইনে সাজানো রয়েছে। এতে ৫০ ঘন্টা ব্যাটারি লাইফ সহ অডিও-ফাইল-কোয়ালিটির সাউন্ড এবং অ্যাডাপ্টিভ নয়েজ ক্যান্সেলেশনের মতন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা গ্রীষ্মকালীন বিক্রয়ে ₹১১,৭৪০ টাকা দামেই পাওয়া যাচ্ছে। মোমেন্টাম ট্রু ওয়্যারলেস ৪ একটি সম্পূর্ণ ওয়্যারলেস অভিজ্ঞতা অফার করেছে, যার উন্নত সাউন্ড কোয়ালিটি, অত্যাধুনিক অ্যাক্টিভ নয়েজ ক্যান্সেলেশন এবং ৩০ ঘন্টা পর্যন্ত প্লেব্যাক সঙ্গীত প্রেমীদের কাছে সবচেয়ে পছন্দের হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা ₹১৫,৭৪০টাকা মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লাইমেটসেফ ইন্স্যুরেন্স: তাৎক্ষণিক দাবি এবং জলবায়ু ঝুঁকির বিরুদ্ধে উপযুক্ত সুরক্ষা

কলকাতা: বাজাজ অ্যালিয়ানজ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তাদের 'ক্লাইমেটসেফ' প্যারামেট্রিক বীমা পণ্য চালু করেছে, যা জলবায়ু-সম্পর্কিত ঝুঁকির ক্ষেত্রে ব্যক্তিদের আর্থিক সুরক্ষা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই শিল্প-প্রথম জলবায়ু ঝুঁকি বীমাটি বিশেষভাবে খুচরা গ্রাহক, অফিস কর্মী, অটো/ট্যাক্সি ড্রাইভার, খুচরা দোকান মালিক, ডেলিভারি এজেন্ট, হোম সার্ভিস পেশাদার, গিগ কর্মী, হোম রেসিডেন্টস এবং ইভেন্টে অংশগ্রহণকারী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের চাহিদা পূরণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। ক্লাইমেটসেফ ইন্স্যুরেন্স বিভিন্ন আবহাওয়া-সম্পর্কিত ঝুঁকি কভার করে, যার মধ্যে রয়েছে জীবনযাত্রার খরচ, যাতায়াতের খরচ, বিক্রয় হ্রাস, সরবরাহ শৃঙ্খলে বিলম্ব, লিক, দুর্ঘটনা, আয় হ্রাস, গৃহস্থালীর জিনিসপত্রের ক্ষতি এবং চরম আবহাওয়ার কারণে ইভেন্ট বাতিলকরণের ক্ষতি ইত্যাদি। গ্রাহকরা বছরে একাধিকবার এই জলবায়ু ঝুঁকি বীমা পণ্যটি কেনার সুযোগ পাবেন, এমনকি তারা কোনও তথ্য এবং ন্যূনতম ডকুমেন্টেশন প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই সাত দিনের মধ্যে দাবি নিষ্পত্তি করতে পারবে। প্রক্রিয়াটি একেবারেই ঝামেলামুক্ত, যা বিভিন্ন গ্রাহকের চাহিদা পূরণের জন্য তাৎক্ষণিক ত্রাণ প্রদান করে। এমনকি, এতে গতিশীল মূল্য নির্ধারণ, পূর্বনির্ধারিত ট্রিগার এবং রিয়েল-টাইম জলবায়ু তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি প্রিমিয়ামও যোগ রয়েছে। গ্রাহকরা বাজাজ অ্যালিয়ানজ জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের ওয়েবসাইট, কেয়ারিংলি ইওরস মোবাইল অ্যাপ এবং তাদের অন্যান্য বিতরণ চ্যানেল থেকে এই কভারটি কিনতে পারেন। ক্লাইমেটসেফের বিষয়ে, বাজাজ অ্যালিয়ানজ জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের এমডি এবং সিইও ডঃ তপন সিংহেল বলেন, "জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয় থেকে জীবিকা নির্বাহের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলায় বাজাজ অ্যালিয়ানজ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স ক্লাইমেটসেফ চালু করেছে, যা ভারতে এই ধরণের প্রথম জলবায়ু ঝুঁকি সুরক্ষা নীতি। এই নীতিটি কেবল আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করে না বরং জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি আর্থিক ও মানসিক ক্ষতি মোকাবেলা করে ব্যক্তিদের বাস্তবতাকে নেভিগেট করার ক্ষমতা যোগায়।"

প্রকাশিত হল এই বছরের এইচসিএল টেক গ্রান্টের বিজয়ীদের নাম

কলকাতা: ভারতের অন্যতম প্রযুক্তি কোম্পানি এইচসিএল টেকের সিএসআর এজেন্ডা পরিচালনাকারী এইচসিএল ফাউন্ডেশন, তাদের এই বছরের এইচসিএল টেক গ্রান্টের বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেছে। এর জুরি বোর্ডে ছিলেন রোশনি নাদার মালহোত্রা, পল্লবী শ্রফ, বি. এস. বাসওয়ান এবং সুরেশ নারায়ণনের মতন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। কোম্পানি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবেশে রূপান্তরমূলক পরিবর্তন ঘটানোর জন্য ভারতের বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) গুলিকে সাহায্য করে চলেছে এবং এই ১০ম সংস্করণের জন্য তারা ভারত থেকে প্রায় ১৩,৯২৫ নিবন্ধনও পেয়েছে। প্রতি বিভাগের তিনটি বিজেতা ₹৫ কোটি টাকা এবং ছয়টি রানার-আপ ₹২৫ লক্ষ টাকার পুরস্কার জিতেছে। বিজয়ীরা হলেন পশ্চিমবঙ্গের "জীবন ও জীবিকার জন্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ" প্রকল্পের জন্য লোকমাতা রানী রাসমণি মিশন, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশের "ভিশন অন হুইলস" প্রকল্পের জন্য গুরুপ্রিয়া ভিশন রিসার্চ ফাউন্ডেশন, এবং "টাচ লার্ন অ্যান্ড শাইন" প্রকল্পের জন্য রাইজড লাইনস ফাউন্ডেশন। এই প্রসঙ্গে, এইচসিএলটেক গ্রান্ট জুরির (ভারত ও আমেরিকা) চেয়ারপারসন এবং এইচসিএলটেকের প্রাক্তন বোর্ড সদস্য মিসেস রবিন আব্রামস বলেন, "এইচসিএল ফাউন্ডেশন সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের চাহিদা পূরণ এবং টেকসই উন্নয়নের প্রচারে এনজিওগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু তাই নয়, এইচসিএলটেক গ্রান্টের মতো উদ্যোগের সাহায্যে এই অসাধারণ সংস্থাগুলিকে সমর্থন করে, তাদের স্থায়ী পরিবর্তন ঘটাতে এবং উদ্ভাবনী সমাধানের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। কারণ, এটি সমাজ গঠনেও ব্যাপকভাবে সাহায্য করে।" এইচসিএলটেক অনুদান-সমর্থিত প্রকল্পগুলিতে বর্জ্য অপসারণ, প্রাতিষ্ঠানিক বিতরণ সহজতর করে, ৩৯,২৮৬ জন ব্যক্তিকে উপকৃত করেছে। শুধু তাই নয়, কোম্পানি জলাশয় পুনরুজ্জীবিত করা থেকে জমি শোধন, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, মহিলা কৃষকদের প্রশিক্ষণ এবং ১৭৭,০৮০টি চারা রোপণ করেছে। এইচসিএলটেক অনুদান সম্পর্কে আরও জানতে হলে www.hcl-foundation.org/hcltech-grant ভিজিট করুন।

শিলিগুড়িতে এল বেনেলি | কিওয়ে | মোটো ভল্ট -এর এক্সক্লুসিভ শোরুম

শিলিগুড়ি: বেনেলি | কিওয়ে | মোটো ভল্ট ইন্ডিয়া পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে একটি নতুন ডিলারশিপ খুলেছে, যা পিসি মিত্তল বাস স্ট্যান্ডের কাছে অবস্থিত। এই স্টোরটির মাধ্যমে কোম্পানি শিলিগুড়ি এবং এর আশেপাশের এলাকার মোটো ভল্ট রাইডারদের বিক্রয়, পরিষেবা এবং অতিরিক্ত সহায়তা অফার করবে। বি কে মোটরস-এর ব্যানারে চালু হওয়া এই থ্রি এস সুবিধাটি বিদ্যুৎ গোষ, ডিলার প্রিন্সিপালের পরিচালনায় চালু হতে পেরেছে। এই নতুন আউটলেটের সঙ্গে, বেনেলি | কিওয়ে | মোটো ভল্ট ইন্ডিয়া ভারত জুড়ে ষাটের বেশি টাচপয়েন্টে পৌঁছতে পেরেছে। সুবিধাতে বেনেলি, কিওয়ে, মোটো মোরিনি, জন্টেস এবং কিউ জে মোটর রেঞ্জের সুপারবাইক সোকেস করা হবে এবং শোরুমে আসল প্রোডাক্ট এবং অ্যাকসেসরিজগুলি আকর্ষণীয় রেঞ্জে পাওয়া যাবে। শোরুমটিতে বেনেলি, কিওয়ে এবং মোটো ভল্টের প্রোডাক্টগুলি শোকেস করা হচ্ছে, যার মধ্যে ৫.৮৫ লক্ষ টাকা থেকে শুরু করে ৫০০সিসি মডেল এবং গ্র্যান্ড টুরার টিআরকে ৫০২ও রয়েছে। বেনেলি এবং মোটো ভল্ট মডেল রেঞ্জের বুকিং সর্বনিম্ন ১০,০০০ টাকা থেকে শুরু হয়েছে, অন্যদিকে কিওয়ে মডেল রেঞ্জের বুকিং শুরু ১০০০ টাকা থেকে। গ্রাহকরা মডেলগুলি শোরুম অথবা অনলাইন থেকে বুকিং করতে পারবেন। কিওয়ে এবং মোটো ভল্ট প্রোডাক্টের সাথে ২ বছরের আনলিমিটেড কিলোমিটার স্ট্যান্ডার্ড ওয়ারেন্টি পাওয়া যাবে, অন্যদিকে বেনেলির ৫০০সিসি মডেল রেঞ্জের সাথে ৩ বছরের ওয়ারেন্টি উপলব্ধ রয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখে, বেনেলি | কিওয়ে | মোটো ভল্ট ইন্ডিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকাশ ঝাবাখ জানান, আমরা ভারত জুড়ে গ্রাহকদের কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্য আমাদের ডিলারশিপ নেটওয়ার্ককে দ্রুত সম্প্রসারিত করছি। ফলে, গ্রাহকরা কেবল বিখ্যাত ব্র্যান্ডের ক্লাস-লিডিং সুপারবাইকগুলিই উপভোগ করবে না বরং সেরা গ্রাহক পরিষেবাও উপভোগ করতে পারবেন।" তিনি আরও যোগ করে বলেন, "আমরা বি কে মোটরস-এর সঙ্গে অংশীদারিত্ব করতে পেরে আনন্দিত, এবং আমরা আত্মবিশ্বাসী যে তাদের মাধ্যমে ব্র্যান্ডের পরিচিতি আরও বাড়াতে পারবো।"

মেডিকা নর্থ বেঙ্গল ক্লিনিকের তরফে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির 'আপনা ঘর' বৃদ্ধাশ্রমে

শিলিগুড়ি: বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে, শিলিগুড়ির মেডিকা নর্থ বেঙ্গল ক্লিনিক, কাওয়াখালির 'আপনা ঘর' বৃদ্ধাশ্রমে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করে। এই উদ্যোগের ফলে ৫৮ জন প্রবীণ নাগরিক উপকৃত হয়েছেন। হাসপাতালের ডাক্তার এবং চিকিৎসা কর্মীর দল বয়স্ক নাগরিকদের সম্পূর্ণ বিণামূল্যে চিকিৎসা পরীক্ষার পাশাপাশি বাসিন্দাদের বিনামূল্যে নির্ধারিত ওষুধ বিতরণ করেছে। সমস্ত প্রবীণ সদস্যদের মধ্যে খাবারের প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। আপনা ঘর এর সচিব রমেশ বৈদ বলেন, "মেডিকা নর্থ বেঙ্গল ক্লিনিকের এই সদয় পদক্ষেপ সত্যিই আমাদের বাসিন্দাদের হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছে। তারা জীবনের এই সন্ধিক্ষণে কেবল দয়া, মনোযোগ এবং যত্নই চায়—এবং মেডিকা টিম তাদের সেটাই দিয়েছে।" মিঃ সঞ্জয় সিংহ মহাপাত্র মেডিকা নর্থ বেঙ্গল ক্লিনিকের হাসপাতাল পরিচালক। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যসেবা কেবল একটি হাসপাতালের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত নয়, বরং সমাজের মধ্যেও তা প্রসারিত হওয়া উচিত।

বাংলার সবচেয়ে বড় ব্লকবাস্টার, বহুরূপী এখন ZEE5-এ

কলকাতা: ZEE5, এই ৯ মে তে তার সবচেয়ে বড় বাংলা ব্লকবাস্টার - "বহুরূপী"-এর ওয়ার্ল্ড ডিজিটাল প্রিমিয়ার করে ডিজিটাল বিনোদনের জগতকে নতুন করে তুলে ধরতে প্রস্তুত। ছবিটি ১৯৯৮ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ঘটে যাওয়া বাস্তব জীবনের ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত, যা পরিচালনা করেছেন নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখার্জি। এখানে শিবপ্রসাদ মুখার্জি, আবীর চ্যাটার্জি, ঋতাভরী চক্রবর্তী এবং কৌশানি মুখার্জির মতো বড় মাপের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা রয়েছেন। "বহুরূপী" - এর মনোমুগ্ধকর কাহিনী, শার্প অ্যাকশন এবং দুর্দান্ত অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে চমৎকার রেটিংস পেয়েছে, যা ছবিটিকে ZEE5-এ অবশ্যই দেখার মতো করে তুলেছে।

নব্বইয়ের দশকে পটভূমিতে তৈরী বহুরূপী, যেখানে বিক্রম নামে একজন কমার্স গ্রাজুয়েটকে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ করা হয়। কারাগারে, তার একজন অভিজ্ঞ ব্যাংক ডাকাতের সাথে পরিচয় হওয়ার পরে সে ছদ্মবেশে দক্ষ হয়ে ওঠে এবং সে অজয়গঞ্জ কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ডাকাতি সহ দুঃসাহসিক ডাকাতি পরিচালনা করে। ছবিটি ন্যায়বিচার, নৈতিকতা এবং রোমাঞ্চের সাথে বেঁচে থাকার একটি শক্তিশালী গল্প উপস্থাপন করেছে। শিবপ্রসাদ মুখার্জি এবং বহুরূপীর পরিচালক নন্দিতা রায় বলেন, "বহুরূপী-এর মাধ্যমে, আমরা দেখিয়েছি যে একটি সিস্টেম মানুষকে কতটা ঠেলে দেয়, যা রক্ষার জন্য সে কতটা দূর পর্যন্ত যেতে পারে। গল্পটি কেবল অপরাধ বা ছদ্মবেশ নিয়ে নয় - এটি এমন একটি পৃথিবীতে পরিচয় এবং কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার সম্পর্কে যা প্রায়শই সত্যকে আবছা করে দেয়। আমরা আশা করছি দর্শকরা বহুরূপীকে কেবল একটি ডাকাতির নাটক হিসেবেই দেখবে না বরং আবেগের সাথে সংযুক্ত হয়ে উপভোগ করবেন।"

স্বাস্থ্য ও অর্থ ক্ষেত্রের ইনফ্লুয়েন্সারদের জন্য এএসসিআই গাইডলাইন সংশোধন করেছে

কলকাতা: অ্যাডভারটাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (ASCI) তাদের ইনফ্লুয়েন্সার অ্যাডভারটাইজিং গাইডলাইন সংশোধন করেছে, বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও অর্থ ক্ষেত্রের ইনফ্লুয়েন্সারদের জন্য নিয়মাবলী পরিবর্তন করা হয়েছে। আপডেট করা গাইডলাইনে এখন সাধারণ প্রচার এবং কারিগরি পরামর্শের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। ইনফ্লুয়েন্সারদের কেবল তখনই যোগ্যতা থাকতে হবে এবং সেই যোগ্যতা প্রকাশ করতে হবে যখন তারা এমন কারিগরি তথ্য প্রদান করবেন যা ভোক্তারা বিশেষজ্ঞ-পরামর্শ হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন। সাধারণ বিজ্ঞাপন বা জনস্বার্থ বার্তার ক্ষেত্রে এখন আর এই যোগ্যতার প্রয়োজন নেই, যেমন - একটি বীমা কোম্পানি যখন ইনফ্লুয়েন্সারদের দিয়ে বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলায় বা একটি স্বাস্থ্যকর খাবারের কোম্পানি যখন কোনও শেফ বা ফুড ব্লগারের সঙ্গে মিলে মিল সার্ভিস প্রচার করে। ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং এখন সাধারণ এন্ডোর্সমেন্টের বাইরে গিয়ে ব্র্যান্ড কমিউনিকেশনের বিভিন্ন দিকের জন্য স্ট্রাটেজিক পার্টনারশিপে পরিণত হয়েছে - একথা উল্লেখ করে এএসসিআই-এর সিইও ও সেক্রেটারি জেনারেল মনীষা কাপুর বলেছেন, এই আপডেট করা গাইডলাইন বিএফএসআই (BFSI) এবং হেলথ ও নিউট্রিশন সেক্টরে কাজ করা ইনফ্লুয়েন্সারদের জন্য প্রয়োজনীয় সূক্ষ্মতা প্রদান করতে পারবে।

স্মারক ভেঙ্গে দেওয়ার অভিযোগে প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙ্গা: মনীষী পঞ্চানন বর্মার পূর্ণাবয়ব মূর্তির উন্মোচনের স্মারক ভেঙ্গে ফেলার প্রতিবাদে মহকুমাশাসকের দ্বারস্থ হল দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। ২৫ এপ্রিল, সোমবার মাথাভাঙ্গা মহকুমাশাসকের দ্বারস্থ হয়ে তারা স্মারকলিপিও প্রদান করেন। সংগঠনের অভিযোগ, কিছুদিন আগে মাথাভাঙ্গা ২ নম্বর ব্লকের দোলংমোড় এলাকায় মনীষী পঞ্চানন বর্মা পূর্ণাবয়ব মূর্তি উন্মোচন করা হয়। ওই মূর্তির উন্মোচন করেন দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বংশীবদন বর্মণ। কিন্তু ওই মূর্তির স্মারককে বা কারা ভেঙ্গে দিয়েছে তা নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়েছে।

দাবি মেনে শুরু হল রাস্তার কাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙ্গা: বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে ঢালাই রাস্তার কাজের সূচনা হল হল মাথাভাঙ্গার ফকিরেরকুঠি গ্রামে। শুক্রবার ২৫ এপ্রিল ওই কাজের সূচনা করা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরেরকুঠি গ্রামে এই ঢালাই রাস্তার সূচনা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ৮৫ মিটার এই ঢালাই রাস্তাটি হবে। এদিন রাস্তার কাজের সূচনা করেন পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কুন্তী বর্মন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য বিক্রম দত্ত সহ আরও অন্যান্য অতিথিরা। গ্রামবাসীরা জানান, দীর্ঘদিন থেকেই এই রাস্তা বেহাল অবস্থায় ছিল, অল্প বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল জমে থাকে ফলে যাতায়াতে সমস্যা হয়।

দিনের শেষে বাড়ির পথে

জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন ঘিরে জেলা জুড়ে উদ্মাদনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আগামী বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের হাতিয়ার 'জগন্নাথ'। ৩০ এপ্রিল, বুধবার দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ওই অনুষ্ঠান ঘিরে গোটা রাজ্য জুড়ে তেড়েফুঁড়ে নেমে পড়েন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে জেলায় জেলায় যে উন্মাদনা তৈরি করেছিল বিজেপি, সেই একই ধাঁচে জগন্নাথ মন্দির ঘিরে উন্মাদনা তৈরি করতে ময়দানে নামে তৃণমূল। এদিন কোচবিহার শহরের বিভিন্ন জায়গায় জায়ান্ট স্ক্রিন টাঙিয়ে জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। সেই পুরোহিতদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কোচবিহার জেলা প্রশাসন ও পুরসভায় উদ্যোগে কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের সামনে মঞ্চ বেঁধে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের

উদ্বোধন সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, সদর মহকুমা শাসক কুণাল ব্যানার্জি, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ, হিতেন বর্মণ, প্রাক্তন বিধায়ক অর্ঘ্য রায় প্রধান সহ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্বরাও। এদিন প্রায় চার হাজার ভক্তকে প্রসাদ খাওয়ানোর ব্যবস্থাও করা হয় এই অনুষ্ঠানে। দিন কয়েক ধরেই দিঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন ঘিরে প্রচারে নেমেছে তৃণমূল। ২৮ এপ্রিল কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে পুরোহিত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূলের উদ্যোগে আয়োজিত পুরোহিত সম্মেলন গোটা জেলার নানা এলাকার পুরোহিতরা অংশ নেন। রাজ্যের অন্য জেলার পাশাপাশি কোচবিহারেও ওই সম্মেলন থেকে পুরোহিতদের সম্মান প্রদান করা হয়েছে। কীর্তন ভজন, ধর্মীয় বিভিন্ন আলোচনাও করা হয়। এছাড়াও সম্মেলনের পাশাপাশি কোচবিহারের রাজপথে পুরোহিতদের একটি র‍্যালি বের হয়। যেখানে ধর্মীয় কীর্তন সংকীর্তন সবই করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, গিরীন্দ্রনাথ বর্মন সহ আরো তৃণমূলের একাধিক নেতৃত্ব। অভিজিৎ বলেন, "রাজ্য জুড়ে জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন ঘিরে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে।" রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় দীঘা সমুদ্র সৈকতে স্থাপিত হয়েছে ভগবান জগন্নাথ দেবের মন্দির স্থাপিত হতে যাচ্ছে ভগবান জগন্নাথের মূর্তি। এই উপলক্ষ্যে কোচবিহার জেলা প্রশাসন ও পুরসভার যৌথ উদ্যোগে কোচবিহার মদনমোহন বাড়িতে দু'দিনব্যাপী ২৯ ও ৩০ এপ্রিল কিছু কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

কলাগাছ চাপা পড়ে মৃত ভবঘুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আচমকা একটি কলাগাছ ভেঙ্গে পড়ায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ২৪ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার এমনই একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছে কোচবিহারের তুফানগঞ্জের বলরামপুর কৃষ্ণ পানিশালা এলাকায়। খবর পেয়ে পুলিশ দেহটিকে উদ্ধার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন থেকে ওই ভবঘুরেকে এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখেন স্থানীয়রা। বৃহস্পতিবার প্রচন্ড রোদ থাকায় রাস্তার পাশের কলা গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়েন ওই ভবঘুরে। ওই ব্যক্তি কিছুটা অসুস্থ ছিলেন বলেও মনে করা হচ্ছে। হঠাৎ করেই একটি কলাগাছ ভেঙ্গে ওই ভবঘুরের গায়ের উপর পড়ে। সেখানেই মৃত্যু হয় তার।

বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে চুরি শহরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে ক্যামেরা ও নগদ টাকা চুরি করে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। ২৪ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার এমনই ঘটনা ঘটেছে কোচবিহার শহরের হাজরাপাড়ায়। ওই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চিকিৎসক অনির্বাণ সরকারের বাড়িতে ভাড়া থাকেন রাজীব পাল নামে এক ব্যক্তি। রাজীব সপরিবারে গিয়েছিলেন কলকাতায়। এদিন একজন পরিচারিকা কাজের জন্য ওই বাড়িতে গিয়ে দেখেন দরজার তালা ভাঙ্গা। এরপরে দেখা যায় ঘরের সব এলোমেলো অবস্থায় রয়েছে। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছায় কোতোয়ালি থানার পুলিশ। একটি ক্যামেরার পাশাপাশি প্রায় ত্রিশ হাজার নগদ টাকাও চুরি হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমে বাড়িটি সিল করেছে কোতয়ালি থানার পুলিশ।

রাস্তার কাজের সূচনা করলেন উদয়ন গুহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দীর্ঘদিনের দাবি মেনে রাস্তার কাজের সূচনা করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। ১৮ এপ্রিল, শুক্রবার কোচবিহার ১ নং ব্লকের চিলকিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিয়ামারি গ্রামে ওই রাস্তার কাজের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি তথা কাউন্সিলর অভিজিৎ দে ভৌমিক। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫৬০ মিটার পেভার্স ব্লকের পাকা রাস্তার কাজের সূচনা হয়েছে। কোচবিহার-১ নং ব্লকের চিলকিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিয়ামারি গ্রাম থেকে পরেশ শীলের বাড়ি পর্যন্ত একটি রাস্তা হবে। আরেকটি কোচবিহার-১ নং ব্লকেরই পাটছড়া গ্রামের গোয়ালটারি গ্রাম থেকে মজলু মিয়াঁর বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ১৫৬০ মিটার ব্লকের রাস্তা হবে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের উদয়ন গুহ বলেন, "জেলার বিভিন্ন ব্লক ও গ্রামে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর থেকে বহু উন্নয়ন হয়েছে। সেই ধারাকে অব্যাহত রেখে এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ১৫৬০ মিটার পেভার্স ব্লকের রাস্তার কাজের সূচনা করা হল। এই রাস্তা স্থানীয় মানুষের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

বাংলাদেশ কৃষকের হাতে অপহৃত কৃষককে উদ্ধারের দাবি তৃণমূল-বিজেপির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বাংলাদেশিদের হাতে বন্দি ভারতীয় কৃষককে উদ্ধারের দাবিতে আন্দোলনে নামল তৃণমূল। ২৬ এপ্রিল, শনিবার কোচবিহারের শীতলকুচি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে কৃষক উকিল বর্মনের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে পথসভা হয়। এদিন পথসভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, প্রাক্তন মন্ত্রী হিতেন বর্মন, কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, শীতলকুচি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তপন কুমার গুহ, অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি গৌরীশংকর অধিকারী সহ অন্যান্যরা।

উদয়ন গুহ বলেন, "শুভেন্দু অধিকারীকে বারবার বলতে শোনা যায় হিন্দু হিন্দু, কিন্তু যখন এক হিন্দু ব্যক্তি উকিল বর্মন বাংলাদেশ পুলিশের কব্জায় তখন কোথায় তিনি? এসে তো একবারও উকিল বর্মনের বাড়িতে বললেন না আমার একজন হিন্দু ভাইকে বাংলাদেশিরা ধরে নিয়ে গিয়েছে, যতক্ষণ না উকিল বর্মনকে বাংলাদেশ থেকে ছাড়ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই শীতলকুচি সেরে কলকাতায় যাব না। আমি এই শীতলকুচিতেই থাকবো। তাহলে আমিও হিন্দু হয়ে ওই শুভেন্দু অধিকারীর পাশে দাঁড়িয়ে বলতাম, এই হচ্ছে সাচ্চা বাপের ব্যাটা হিন্দু। যে হিন্দুকে বাঁচানোর জন্য কলকাতা ছেড়ে শীতলকুচিতে এসে দাঁড়িয়েছে, শুভেন্দুর সবটাই নাটক।"

দিন কয়েক আগে শীতলকুচির বাসিন্দা কৃষক উকিল বর্মণকে অপহরণ করে নিয়ে যায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। কাঁটাতারের ওপারে উকিলের কৃষি জমি রয়েছে। সেই জমিতে এবারে বোরো ধান চাষ করেছিলেন উকিল। নিজের জমিতে জলসেচের কাজ করছিলেন উকিল। সেই সময় আচমকা কয়েকজন বাংলাদেশি যুবক সেখান থেকে চ্যাংদোলা করে বাংলাদেশে নিয়ে যায়। চিৎকার শুনে বিএসএফ সেখানে পৌঁছানোর আগেই উকিল বর্মণকে অপহরণ করা হয়। তারপরে কয়েক বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের সঙ্গে বিএসএফ ফ্ল্যাগ মিটিং করেও উকিল বর্মণকে ফেরাতে পারেনি। উল্টে বিজিবি উকিল বর্মণকে বাংলাদেশ পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বর্তমানে উকিল বর্মণ বাংলাদেশ জেলে রয়েছেন। বিজেপির কৃষক সংগঠনের পক্ষ থেকেও উকিলকে উদ্ধারের দাবিতে কোচবিহারের জেলাশাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96